# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

**খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।**

“কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**প্রকাশকাল** ■ **অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.।**

**উপদেষ্টা** ■ **মোঃ মাসুদ করিম**
**মহাপরিচালক** (অতিরিক্ত সচিব)
**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**

**বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন<br>পরিচালক (যুগ্মসচিব) (প্রশাসন ও হিসাব) | : | আহ্বায়ক |
| ■ | ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা) | : | সদস্য |
| ■ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (গবেষণা-২) | : | সদস্য |
| ■ | মোঃ রশিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) | : | সদস্য |
| ■ | আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (ফিল্ড সার্ভিস) | : | সদস্য |
| ■ | মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি) | : | সদস্য |
| ■ | তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন) | : | সদস্য |
| ■ | ড. নাসরিন সুলতানা<br>সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-২) | : | সদস্য |
| ■ | মোসাঃ ইশরাত জাহান<br>সহকারী পরিচালক (গবেষণা-৩) | : | সদস্য |
| ■ | কিশোর কুমার সাহা<br>সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) (রপ্তানি উন্নয়ন) | : | সদস্য |
| ■ | প্রনব কুমার সাহা<br>পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা | : | সদস্য |
| ■ | কাজী ফৌজিয়া রহমান<br>সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (আইসিটি) | : | সদস্য |
| ■ | মোঃ সানোয়ার হোসেন<br>সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ (রপ্তানি উন্নয়ন) | : | সদস্য সচিব |

**স্বত্ব** ■ **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।**

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# মুখবন্ধ

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বিশাল জনসংখ্যার নিরন্নমুখে অন্ন জোগাতে হলে প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ। জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির চাকাকে সতেজ করে তুলতে পারে একমাত্র কৃষিকাজ। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খাতে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম কৃষি খাত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, করোনার মতো ভয়াবহ মহামারি, বৈশ্বিক মন্দা সবকিছুকে হার মানিয়ে বাংলাদেশ আজ কৃষি উৎপাদনে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে, কৃষির উন্নয়ন ও গুণগত উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত হলো উন্নত বিপণন ব্যবস্থা। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার সফলতা। দক্ষ বাজার ব্যবস্থা কৃষককে অধিক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে, যা ভোক্তার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করে। কৃষি বিপণন সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং অভিজ্ঞতা কৃষককে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রয়ের কৌশল, বাজার সম্প্রসারণ এবং ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। ফলে কৃষক মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং উৎপাদনে আরও বেশি উৎসাহ বোধ করে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সে সকল সুবিধার সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে কৃষকের একদিকে যেমন দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়বে তেমনি তাদের পণ্যের গুণগতমান মান অক্ষুণ্ন রেখে বেশি দামে কৃষিপণ্য বিক্রয় করতে পারবে। ফলে তাদের এই আর্থিক উন্নতি কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে প্রতি একক জমি থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক ফলন ও আরও বেশি আয় পেতে সক্ষম করে তুলবে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে কৃষকগণ বাড়িতে বসেই দেশের যে কোন অঞ্চলের তথা সারা বিশ্বের কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারবে ফলে বিপণনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে।

কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কৃষি উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এ সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে রয়েল কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এ উপমহাদেশে সরকারিভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রমের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুসারে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ, যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পণ্যের বাজার তথ্য, তুলনামূলক প্রতিবেদন দিয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে যাচ্ছে। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে অত্র অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। মৌসুমে অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদেরকে শস্য জমা রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আলু ও পিঁয়াজ অধ্যুষিত এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি পঁচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার তৈরি করা হচ্ছে। ফুলের বাজার আধুনিকায়ন, ফুল রপ্তানির বাজার সৃষ্টি এবং ফুল চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলীতে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ফুলের পাইকারি মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে উন্নত করতে, নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পুরণে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বা শত বর্ষের ডেল্টা প্ল্যানের মতো দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিবছরের মতো এ বছরেও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনটিতে এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষক ও কৃষি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এ প্রতিবেদন থেকে উপকৃত হবে বলে আমি আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহয়তা করেছেন এবং যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা বাস্তবে রূপ নিয়েছে তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

**ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন**
পরিচালক (যুগ্মসচিব) (প্রশাসন ও হিসাব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# সম্পাদকীয়

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাগে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক সংগঠিত উপায়ে বিপণন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না বা করতে পারে না। ফলে মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ ফড়িয়া, বেপারী বা আড়তদার কৃষকদের সর্বনিম্ন মূল্য প্রদান করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। অধিকন্তু কৃষিপণ্য পঁচনশীল হওয়ায় সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, ফলমূল ও শাক-সবজি পঁচে নষ্ট হচ্ছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের নানা বাস্তবমূখী উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এখন প্রয়োজন কৃষি বিপণনে জোর দেয়া। বাংলাদেশ ধান, পাট, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, আলু, সবজি ও মাছ উৎপাদনে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে কৃষির এ সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তির উপর।

কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা ২০২১ অনুযায়ী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানির কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি কার্যকর কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে-সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, হিমাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন ব্যবস্থায় কুল চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থাপিত প্রসেসিং সেন্টারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের দিকে আগ্রহী করে তুলছে, যা প্রান্তিক দারিদ্র্যতা হ্রাসে সহায়ক। কৃষিপণ্যের মূল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সারাদেশের বড় বড় বাজারে মূল্য তালিকা সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। জনবল স্বল্পতা সত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বরেন্দ্র, খড়াপ্রবণ, নদী প্লাবিত ও চর এলাকায় ২০টি জেলার ৯০টি উপজেলায় কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দারিদ্র্যতা হ্রাসে কাজ করা হচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্থাপিত "কৃষকের বাজার" এর মাধ্যমে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্য কোন মধ্যস্থতাকারীর সহায়তা ছাড়াই ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকারের ভিশন-মিশন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, গবেষক ও উদ্যোক্তাসহ সকলের প্রয়োজনে এ প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।

# বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|---|---|
| | |
| **উপদেষ্টা** | **আহবায়ক** |
| মোঃ মাসুদ করিম<br>মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন<br>পরিচালক (যুগ্মসচিব) (প্রশাসন ও হিসাব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **সদস্য** | **সদস্য** | **সদস্য** | |
| ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক<br>(শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মোঃ জাহিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>(গবেষণা-২)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মোঃ রশিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র বিপণন কর্মকর্তা<br>(প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>(ফিল্ড সার্ভিস)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |
| | | | |
| **সদস্য** | **সদস্য** | **সদস্য** | |
| মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার<br>(আইসিটি)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>সহকারী পরিচালক<br>(সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ড. নাসরিন সুলতানা<br>সহকারী পরিচালক<br>(বাজার সংযোগ-২)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মোসাঃ ইশরাত জাহান<br>সহকারী পরিচালক<br>(গবেষণা-৩)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |
| | | | |
| **সদস্য** | **সদস্য** | **সদস্য** | **সদস্য সচিব** |
| কিশোর কুমার সাহা<br>সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)<br>(রপ্তানি উন্নয়ন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | প্রনব কুমার সাহা<br>পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা<br>বাজার সংযোগ-১<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কাজী ফৌজিয়া রহমান<br>সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা<br>(আইসিটি)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মোঃ সানোয়ার হোসেন<br>সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)<br>কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি | ১২-১৩ |
| ০২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) | ১৪-১৯ |
| ০৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো | ২০ |
| ০৪ | অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা | ২১ |
| ০৫ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ | ২২-২৭ |
| ০৬ | অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ | ২৮ |
| ০৭ | ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন | ২৯-৩০ |
| ০৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ | ৩০-৩১ |
| ০৯ | অধিদপ্তরের কার্যক্রম | ৩২-৩৩ |
| ১০ | সদর দপ্তরের কার্যক্রম | ৩৪ |
| ১১ | বাজার সংযোগ শাখা | ৩৪-৩৬ |
| ১২ | নীতি ও পরিকল্পনা শাখা | ৩৭ |
| ১৩ | অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম | ৩৭-৪৩ |
| ১৪ | ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা | ৪৩ |
| ১৫ | এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা | ৪৩-৪৪ |
| ১৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট | ৪৫ |
| ১৭ | ফিল্ড সার্ভিস | ৪৫ |
| ১৮ | গবেষণা  শাখা | ৪৬-৫৭ |
| ১৯ | গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা | ৫৭-৫৯ |
| ২০ | প্রশাসন ও হিসাব শাখা | ৫৯-৬২ |
| ২১ | প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা | ৬২-৬৩ |
| ২২ | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ | ৬৩-৬৯ |
| ২৩ | বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা | ৬৯-৭০ |
| ২৪ | কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা | ৭১-৭৪ |
| ২৫ | আইসিটি সেল | ৭৫-৭৯ |
| ২৬ | রপ্তানি উন্নয়ন শাখা | ৭৯-৮০ |
| ২৭ | বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম | ৮১ |
| ২৮ | ঢাকা বিভাগ | ৮১-৮২ |
| ২৯ | ময়মনসিংহ বিভাগ | ৮২-৮৩ |
| ৩০ | সিলেট বিভাগ | ৮৪-৮৬ |
| ৩১ | বরিশাল বিভাগ | ৮৬-৮৮ |
| ৩২ | চট্টগ্রাম  বিভাগ | ৮৮-৯০ |
| ৩৩ | রংপুর বিভাগ | ৯০-৯৩ |
| ৩৪ | রাজশাহী বিভাগ | ৯৪-৯৫ |
| ৩৫ | খুলনা বিভাগ | ৯৫-৯৬ |
| ৩৬ | অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি | ৯৭ |
| ৩৭ | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) | ৯৮ |
| ৩৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প | ৯৯-১০০ |
| ৩৯ | বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | ১০০-১০১ |
| ৪০ | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প | ১০১-১০২ |
| ৪১ | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প | ১০২-১০৩ |
| ৪২ | জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি | ১০৩ |
| ৪৩ | অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি | ১০৪ |
| ৪৪ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি | ১০৪-১০৫ |
| ৪৫ | বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন) | ১০৬ |
| ৪৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট | ১০৭ |
| ৪৭ | কর্মপরিকল্পনা | ১০৮ |
| ৪৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা | ১০৯-১১২ |
| ৪৯ | মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো | ১১৩-১১৮ |
| ৫০ | ফটো গ্যালারি | ১১৯-১২৫ |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

## পটভূমিঃ

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

## অধিদপ্তরের সৃষ্টিঃ

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর "।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "অধিদপ্তর " হিসেবে ঘোষণা করে।

## রূপকল্প (Vision)ঃ

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

## অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

## প্রধান কার্যাবলী (Major Functions)ঃ

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী নিম্নরুপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

## সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter):
## ১ নাগরিক সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **বাজারদর তথ্য সরবরাহ** | **দৈনিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>ii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**বাৎসরিক বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br><br>**মৌসুমী ফসলের বাজারদর**<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | আবেদনপত্র,<br>বাজার সংযোগ শাখা,<br>সদর দপ্তর<br>জেলা অফিস এবং<br>ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | **দৈনিক বাজারদর**<br>দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৩:০০ টা<br><br>**সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময়<br><br>**বাৎসরিক বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময়<br>**মৌসুমী ফসলের বাজারদর**<br>অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক<br>(বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ<br>৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ২ | **ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ** | www.dam.gov.bd<br>ওয়েবসাইটে প্রবেশ<br>- বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ ও স্ক্রল করে তথ্য সংগ্রহ | অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট<br>www.dam.gov.bd | বিনামূল্যে | যে কোনো সময় | উপপরিচালক<br>(বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ<br>৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>সেবার নাম</th><th>সেবা প্রদান পদ্ধতি</th><th>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান</th><th>সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানের সময়সীমা</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)</th></tr>
<tr><td>৩</td><td>বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন</td><td>নতুন প্রদানের ক্ষেত্রে-<br>১. আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২. পূরণকৃত আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩. সরেজমিনে পরিদর্শন<br>৪. যাচাই সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান<br><br>নবায়নের ক্ষেত্রে-<br>১. আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২. আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩. লাইসেন্স নবায়ন</td><td>নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান<br>পুরাতন কোড নম্বর--১৮৫৪<br>নতুন কোড নম্বর--১৪২২১৯৯<br><br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td><td>নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফি<br><table><tr><th>ব্যবসার শ্রেণী</th><th>নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা)</th><th>নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা)</th></tr><tr><td>হিমাগার</td><td>১৫০০/-</td><td>৮০০/-</td></tr><tr><td>চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr><tr><td>কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাকারী প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr><tr><td>বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr><tr><td>কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার</td><td>১০০০/-</td><td>৫০০/-</td></tr><tr><td>বেপারী, ফড়িয়া</td><td>৩০০/-</td><td>২০০/-</td></tr><tr><td>ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী</td><td>১০০/-</td><td>৫০/-</td></tr></table></td><td>০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস</td><td>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান</td><td>১. গুদামরক্ষক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের আদ্রতা পরীক্ষা, পোকামাকড় পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ<br>২. শস্য ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা<br>৩. আওতাভুক্ত কৃষকের শস্য গুদামে জমা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা<br>৪. গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগ্রহ<br>৫. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ৬টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান (সোনালী, জনতা,</td><td>- শস্য জমার রশিদ<br>- পাশবই<br>- আবেদন ফরম<br>- ঋণ বিতরণপত্র<br>- বন্দোবস্ত পত্র<br><br>সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।</td><td><u>ভাড়া</u><br>কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা</td><td><u>খাদ্যশস্য</u><br>০৬ মাস<br><br><u>বীজ</u><br>০৯ মাস</td><td>ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক<br>(শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>মোবাঃ<br>০১৭১১-৫২৭৮৬৫</td></tr>
</table>

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | রূপালী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক) | | | | |
| ৫ | **বাজার অবকাঠামো ও পরিবহণ সুবিধা প্রদান** | - আবেদনপত্র গ্রহণ<br>- বাজার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন<br>- স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান | ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০২ (দুই) কর্মদিবস | উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ এবং ম্যানেজার, ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা ফোনঃ ০২-৯০১৪৪২০ |
| ৬ | **আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান** | - এফএমজি গ্রুপভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকাকরণ<br>- তালিকাভূক্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান | সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বিনামূল্যে | ০১ (এক) কর্মদিবস | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা /রাজশাহী/যশোর/ নরসিংদী/কুমিল্লা/ মাগুরা/পঞ্চগড়/ রংপুর |
| ৭ | **রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ** | - নিত্য নতুন কৃষিপণ্য ও এর রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান এবং সম্ভাবনা যাচাই<br>- রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান | আবেদনপত্র আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন শাখা ফোনঃ ই-মেইলঃ |
| ৮ | **বাজার সংযোগ সৃষ্টি** | কৃষকের সাথে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী (আড়তদার, পাইকার, খুচরা কারবারী ইত্যাদি) সংযোগ তৈরি | বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সকল জেলা অফিস | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৯ | **গবেষণা কার্যক্রম** | - বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি নির্ণয়<br>- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন | গবেষণা শাখা, সদর দপ্তর | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (গবেষণা) ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪২৩ ই-মেইলঃ |

## ২ দাপ্তরিক সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **শস্য গুদাম তথ্য সরবরাহ** | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | মোঃ শাহীদুল ইসলাম<br>সহকারী পরিচালক<br>ই-মেইলঃ shahid.bc.bd@ gmail.com<br>মোবাঃ ০১৯১২-২৮৩৮৬৭ |
| ২ | **হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ** | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | রেজা শাহবাজ হাদী<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>ই-মেইলঃ reza_hadi@ dam.gov.bd<br>মোবাঃ ০১৮২৩-৩১০৮৭০ |
| ৩ | **বাজারদর তথ্য সরবরাহ** | নিয়মিত তথ্য প্রেরণ | - বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস<br>- ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময়<br>- ওয়েবসাইটে যে কোনো সময় | উপপরিচালক<br>(বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৪ | **১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ** | - বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ<br>- আবেদনপত্র গ্রহণ<br>- পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ<br>- নিয়োগপত্র জারি | ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন<br>প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি | ০৪ (চার) মাস | মহাপরিচালক<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৫<br>ই-মেইলঃ dg@ dam.gov.bd |
| ৫ | **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ** | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেট | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | জনাব মাসুদ রানা<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪৮<br>ই-মেইলঃ masudrana325@gmail.com |
| ৬ | **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ** | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) মূল্যায়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ)-র ফরমেটে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | |
| ৭ | **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (এনআইএস) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান** | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর (এনআইএস) খসড়া প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা’র (এনআইএস) ফরমেট | বিনামূল্যে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় | আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (ফিল্ড সার্ভিস)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ ammasumaiscu@gmail.com |

## ৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | **জিপিএফ মঞ্জুরী** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- মঞ্জুরীপত্র জারি | - জিপিএফ এর ব্যালেন্স শীট<br>- অধিদপ্তরের হিসাব শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | জনাব আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>(ফিল্ড সার্ভিস)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |
| ২ | **অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- ছুটি অনুমোদন | - ছুটির আবেদনপত্র<br>- ছুটি প্রাপ্তির হিসাব<br>- অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | |
| ৩ | **পেনশন মঞ্জুরী** | - আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>- মঞ্জুরীপত্র জারি | - নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম<br>- পাসপোর্ট সাইজ ছবি<br>- পিআরএল মঞ্জুরির আদেশ<br>- প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র<br>- নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ<br>- প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ<br>- এস,এস,সি সার্টিফিকেট<br>- দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি<br>- সরকারি বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়নপত্র<br>- আনুগত্য সনদপত্র<br>- নাগরিকত্ব সনদপত্র<br>- না-দাবী সনদপত্র<br>- অঙ্গীকারনামা<br>- অডিট প্রত্যয়নপত্র<br>- চাকুরির বিবরণী | বিনামূল্যে | ১৫ (পনের) কর্মদিবস | |
| ৪ | **যানবাহন** | প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারি | - যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন<br>- প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় | ০৩ (তিন) মাস | জনাব আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>(ফিল্ড সার্ভিস)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |
| ৫ | **গৃহ নির্মাণ, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুরী** | আবেদনপত্র প্রাপ্তি; মঞ্জুরীপত্র জারী; | পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ০৫ কার্যদিবস | |
| ৬ | **মনোহরী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সেবামূলক যাবতীয় কাজ সম্পাদন** | চাহিদার বিপরীতে প্রাধিকার মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান এবং ক্রয় করার প্রয়োজন হলে পিপিআর-২০০৮ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করে সরবরাহ | - যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন<br>- প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | বিনামূল্যে | মজুদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৩ কর্মদিবস | |

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | **কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের নতুন পাসপোর্ট ইস্যু ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান** | প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন নথিতে উপস্থাপন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান | (ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (অনলাইনে অথবা হার্ড নথিতে)<br><br>ফরম প্রাপ্তির স্থান: www.dip.gov.bd | বিনামূল্যে | ০৫ কর্মদিবস | |

**৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা**

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেন্স চার্টার লিঙ্ক

**৫ আপনার কাছে (সেবা গ্রহীতার কাছে) আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা**

| ক্রঃ নং | প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় |
|---|---|
| ১ | স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান |
| ২ | যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা |
| ৩ | সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা |
| ৪ | দাপ্তরিক সেবার ক্ষেত্রে দপ্তরের অগ্রায়ণপত্র/প্রস্তাব |
| ৫ | আবেদনপত্রে ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর উল্লেখ করা |

**৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)**:

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

| ক্রঃ নং | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | মোঃ মজিবর রহমান<br>উপপরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা<br>ফোন: ৫৫০২৮৩৯১<br>মোবাইল: ০১৫৫২-৪২২৯০০<br>ই-মেইল: ddadmin@dam.gov.bd<br>ওয়েব: www.dam.gov.bd | তিন মাস |
| ২ | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | আপিল কর্মকর্তা | জনাব ড.কে এম কামরুজ্জামান সেলিম<br>যুগ্মসচিব (প্রশাসন)<br>ফোন: ৫৫১০০০৬৭<br>মোবাইল: ০১৭২১০৪৬৭৮৪<br>ই-মেইল: jsadmn@moa.gov.bd<br>ওয়েব: www.moa.gov.bd | এক মাস |
| ৩ | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র<br>৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ওয়েব: www.grs.gov.bd | তিন মাস |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০৯টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ১৩৪টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি। বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আরো ১০৫টি ক্যাডার পদসহ মোট ২৩৬টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত পদসহ মোট পদ সংখ্যা ৯৮৭টি।

| ক্রমিক | গ্রেড নং | জনবল | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ০১ | গ্রেড-০১ | ০ | ০ | ০ |
| ০২ | গ্রেড-০২ | ১ | ১ | ০ |
| ০৩ | গ্রেড-০৩ | ০ | ০ | ০ |
| ০৪ | গ্রেড-০৪ | ৩ | ১ | ২ |
| ০৫ | গ্রেড-০৫ | ১৫ | ১০ | ৫ |
| ০৬ | গ্রেড-০৬ | ২৫ | ১২ | ১৩ |
| ০৭ | গ্রেড-০৭ | ২ | ২ | ০ |
| ০৮ | গ্রেড-০৮ | ০ | ০ | ০ |
| ০৯ | গ্রেড-০৯ | ১৮৩ | ১৯ | ১৬৪ |
| ১০ | গ্রেড-১০ | ৫৫ | ২৯ | ২৬ |
| ১১ | গ্রেড-১১ | ২৬ | ২০ | ৬ |
| ১২ | গ্রেড-১২ | ৮০ | ৭৫ | ৫ |
| ১৩ | গ্রেড-১৩ | ১৬ | ১০ | ৬ |
| ১৪ | গ্রেড-১৪ | ১৩ | ১০ | ৩ |
| ১৫ | গ্রেড-১৫ | ২৪ | ২৩ | ১ |
| ১৬ | গ্রেড-১৬ | ২৪৪ | ১৩০ | ১১৪ |
| ১৭ | গ্রেড-১৭ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮ | গ্রেড-১৮ | ৩৮ | ৩৮ | ০ |
| ১৯ | গ্রেড-১৯ | ১৩ | ০৯ | ৪ |
| ২০ | গ্রেড-২০ | ২৪৯ | ১৬৪ | ৮৫ |
| | মোট: | ৯৮৭ | ৫৫৩ | ৪৩৪ |

# অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

| ক্রমিক | অধিদপ্তর প্রধানগণ | পদবী | মেয়াদ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব টি হোসেন, টিকিউএ | পরিচালক | ০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০ |
| ০২ | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭ |
| ০৩ | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২ |
| ০৪ | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭ |
| ০৫ | জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭ |
| ০৬ | জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮ |
| ০৭ | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১ |
| ০৮ | জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩ |
| ০৯ | জনাব আতিকুর রহমান | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪ |
| ১০ | জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭ |
| ১১ | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪ |
| ১২ | জনাব সিরাজুল ইসলাম | পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮ |
| ১৩ | জনাব ড. এম, এ মোমেন | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯ |
| ১৪ | জনাব আকমল হোসেন আজাদ | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯ |
| ১৫ | জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯ |
| ১৬ | জনাব মোঃ মাহ্ফুজ-উল আলম | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০ |
| ১৭ | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১ |
| ১৮ | জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি) | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১ |
| ১৯ | জনাব ছিদ্দিকুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২ |
| ২০ | জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২ |
| ২১ | জনাব আবদুল্লাহ্ আল মোহসীন চৌধুরী | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪ |
| ২২ | জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪ |
| ২৩ | জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫ |
| ২৪ | জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮ |
| ২৫ | ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯ |
| ২৬ | জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ১০-০৩-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০২১ |
| ২৭ | জনাব আঃ গাফ্ফার খান | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৬-১২-২০২১ হতে ০১-০১-২০২৩ |
| ২৮ | জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (দায়িত্বপ্রাপ্ত) | ০২-০১-২০২৩ হতে ২৬-০৪-২০২৩ |
| ২৯ | জনাব মোঃ মাসুদ করিম | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৭-০৪-২০২৩ হতে অদ্যাবধি |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০ টি বাজার মূল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০ টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০ টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন ও ৪০০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৪৫৯৬ জন কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ধান, চাউল, পেঁয়াজ, শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, ঢেড়স, চিচিংগা,করল্লা, চালকুমড়া, ঝিংগা, পটল, বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, মুলা, গম, কলা, তরমুজ, পেঁয়ারা, পেঁপে, তামাকসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট ৩.১৯ কোটি টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক বাজারের পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, মসলা জাতীয় ফসল ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাক-সব্জি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

## ১. বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা:

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

**প্রদানকৃত সেবা:**

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দলের সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ২. বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টিঃ

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরনের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদানকৃত সেবাঃ**

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্ণারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান; এবং
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

## ৩. শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**প্রদানকৃত সেবাঃ**

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভুক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

## ৪. ই-বিপণন সেবাঃ

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual marketing প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

**প্রদত্ত সেবাসমূহঃ**

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়;
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন; এবং
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ**

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন; এবং
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে Registration-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

## ৫. সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবাঃ

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত এসকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে:

**প্রদানকৃত সেবা :**

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান; এবং
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ**

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য কুলভ্যান,ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

## ৬. কৃষক বিপণন দল গঠন:

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের। ফলে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দলভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষক দল গঠন;
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ;
- লজিস্টিক সাপোর্ট; এবং
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান;
- যে কোন কৃষক স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; এবং
- এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

## ৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন:

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণাধর্মী সেবা;
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা; এবং
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগিতা ।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না;
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়; এবং
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

## ৮. মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা :

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তর বছরব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন;
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; এবং
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

## ৯. বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমান-

**ক) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ:**

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস; এবং
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণগ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া :**

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

**খ) শস্য গুদাম ঋণ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ (Distress Sale) করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;

- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা; এবং
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া :**

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

## ১০. লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগঃ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ :**

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন, ১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত) এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়;
- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে;
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ**

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়;
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম-এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে হয়;
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে;
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে-এ লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; এবং
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই-এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

# অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ**

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা ও সমবায়/দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা জোরদারসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

**বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণঃ** কৃষকের পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সহায়তায় দেশে এ পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২১টি পাকারী বাজার, ৬০টি খুচরা বাজার অবকাঠামো, ২৩টি এসেম্বল সেন্টার, ১৩টি কৃষকের বাজার, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ০৭টি রিভার ভ্যান ও ০১টি ট্রাক এবং ১৭টি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১টি ফুলের পাইকারি বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অবকাঠামোসমূহ হতে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সকল শ্রেণি লাভবান হচ্ছে।

**কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকেরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামে শস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের বিপরীতে ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৬,১১৮ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৮৭,৮১৩ জন কৃষক বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬টি তফশিলি ব্যাংক হতে মোট ১৩৭.০০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৩৬টি পেঁয়াজ এবং ২১২টি আলুর প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, ১৪টি কুল চেম্বার এবং ৩৬১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

- **কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরণঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রায় ৪০,০০০ কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে এবং উদ্যোক্তাদেরকে ম্যাচিং গ্র্যান্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রাংশ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

- **কৃষি বিপণনে মানব সম্পদ উন্নয়নঃ** বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের সহায়তায় ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী, কৃষি ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২,৭৬,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও লাভজনক কৃষি ব্যবসা নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী প্রায় ২,২০০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।

- **বিপণন তথ্য সেবাঃ** নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মজুদের পরিমাণ, আমদানি সংক্রান্ত তথ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারণাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি, টেলিফোন ও Website এর মাধ্যমে ও যোগাযোগ করে বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও সেবাকেন্দ্রে (রেডিও, কলসেন্টার ও সংবাদপত্র) এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রায় ৫২,০০০ প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে।

- **তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে Digitalization এর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ০১টি সার্ভার স্থাপন এবং একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর ও বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮৬,২৩,৭৯০ জন ওয়েবসাইটি ব্যবহার করেছেন।

- **আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নঃ** কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কাম্য মূল্যে ভোক্তা কর্তৃক কৃষিপণ্য ক্রয় নিশ্চিতকরণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **ই-মার্কেটিং ব্যবস্থার প্রচলন:** আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিতকরণ, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল অংশীজনের সুবিধার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে "স্মার্ট কৃষি মার্কেট সিস্টেম" নামে একটি ই-মার্কেটিং প্লাটফর্ম (অ্যাপস ও ওয়েবভিত্তিক) উন্নয়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তা খুব সহজেই নিজেদের মধ্যে কৃষিপণ্য সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।

- **বাজার ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আয়:** নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে সারাদেশে প্রায় ১০০০ প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এসব বাজার নিয়মিত মনিটর করা হয় এবং ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এসব বাজার হতে প্রায় ২২ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে, ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিকমূল্যে কৃষিপণ্য প্রাপ্তিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে বিপণন ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

**চ্যালেঞ্জসমূহ:**

বিপণন একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে নিম্নবর্ণিত বহুমুখী চ্যালেঞ্জ-

**১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:**

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব;
- উৎপাদন ও ভোক্তার চাহিদা মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না;
- জেলা পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ এর বাস্তবায়ন ও সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূরূহ;
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা-সরবরাহ প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে;

**২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর অভাব:**

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমন- নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্যাকিং হাউজ ও পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো সুবিধার অভাব;
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস এর অভাব রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুল ভ্যান (Cool Van) বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল;

**৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরি দক্ষতার অভাব:**

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানি বাজার এর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না;
- আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও FAO, WTO এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

**৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দূর্বলতা:**

- উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন;
- কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের বাজার মনিটরিং এ অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা;

- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

**৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবঃ**

- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না;
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়ের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

**৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতাঃ**

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব;
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড স্টোরেজ এর অভাব;
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব;
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর অভাব;
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব;
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি;
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

**উত্তরণের উপায়ঃ**

- সরাসরি অংশীজনের সান্নিধ্যে গিয়ে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবলসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস (নিজস্ব অফিস ভবন, বাজার অবকাঠামো, যানবাহন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মান নিয়ন্ত্রণে কারিগরি যন্ত্রাদি ইত্যাদি) এর ব্যবস্থাকরণ;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন ও হিমাগার/প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার এর ব্যবস্থাকরণ;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জাড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ের সুবিধার্তে সারাদেশের বাজারগুলোতে আধুনিক ও স্মার্ট পদ্ধতিতে দৈনিক বাজারদর প্রকাশ;
- উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে মজুদের ডাটাবেইজ রাখা, যাতে করে অসাধু ব্যবাসায়ীরা ইচ্ছামত মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে;
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ গবেষণাপূর্বক কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা;

- ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষি বিপণন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কৃষিপণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহনের জন্য অধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে কৃষক দল গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা প্রদান, যাতে করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফল দেশের সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MOU স্বাক্ষর সম্পন্ন করা। এর আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রক্রিয়াজাতকারীদেরকে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- জেলা ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় করা এবং ঘাটতি এলাকা ও উদ্বৃত এলাকা চিহ্নিতপূর্বক কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপন করা;
- সারাবছর কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমাগার এবং প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার তৈরি করা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ছোট, মাঝারি ও বড় বাণিজ্যিক কৃষক চিহ্নিত করে আলাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা, ডিজিটাল-মার্কেটিংয়ে সুযোগ করে দেয়া, বিভিন্ন পরিবহনের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহনে সাহায্য করা, বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা, কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া;
- ধান, ভুট্টা ও গম সংরক্ষণের জন্য শস্য গুদাম কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, গৃহ পর্যায়ে আলু/পেঁয়াজ/রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পণ্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা;
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকার, ফড়িয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে প্রকাশ;
- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়াজাতকরণে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী উৎপাদনপূর্বক ফ্রেশ এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলেটর কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও অংশীজনদের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে সহযোগিতা প্রদান। রপ্তানি উন্নয়ন রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি।
- কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে ত্রিশ হাজারের অধিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরি করা;
- কৃষকদেরকে স্মার্ট কৃষি ব্যবসায়ী হিসেবে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ২০০ স্মার্ট ফার্মারস হাব স্থাপন করা;
- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া, কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা। চালের দাম বৃদ্ধি/ অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চাল কল মালিক, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ করে কারণ ও করণীয় নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা;
- আমদানিকৃত কৃষিপণ্য/উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা, মূল্য, গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।

# অধিদপ্তরের কার্যক্রম

# কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম

# সদর দপ্তরের কার্যক্রম

## বাজার সংযোগ শাখা

**কার্যাবলী :**

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তা সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা।কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করা।

**প্রদানকৃত সেবাসমূহ:**

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ১৪টি বাজারের মৌসুমী ফসলের সাপ্তাহিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তরবুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।
- সকল জেলায় একটি করে নিরাপদ সবজি কর্ণার স্থাপন করে নিরাপদ ভাবে উৎপাদিত সবজির বিপণন ব্যবস্থা করা এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে যোগ সূত্র স্থাপন করা।
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের ১৩১টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনযায়ী সরবরাহ।

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:**

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজারদর ১৩১টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ১৪টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যেও দৈনিক সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

**বাজার তথ্য সরবরাহ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিপ্তরসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব,

সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ৭,৬৮১টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

**ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd-নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,খুলনা,বরিশাল,সিলেট,রংপুরও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর-এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েব-সাইট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

**যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন :**

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার সকল ধরনের বিপণন ব্যয় ও লভ্যাংশ বিবেচনাপূর্বক কৃষিজাত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

**বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন :**

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শিত বাজারের সংখ্যা ৪,৮৮৭টি (প্রায়), প্রধান-প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যসমূহের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,০৪১টি (প্রায়), যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ৮৫৮টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

**বাজার সংযোগ স্থাপন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য পাপ্তির লক্ষ্যে সরাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে অপরদিকে ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, সারা বাংলাদেশের বাজার সংযোগ স্থাপনের প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভাতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

**কোল্ড ষ্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন :**

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিদর্শিত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ১,৮৩২টি (প্রায়), পরিদর্শিত গুদামের সংখ্যা ৪,৫৩৭টি (প্রায়), কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্য প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত থাকে।

**কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন :**

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের

সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

**সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন :**

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,খুলনা, বরিশাল,সিলেট, রংপুরও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর-এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও বাজার সংযোগ শাখা হতে গুরত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ ৩৩টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

**বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান :**

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং-এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

# নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

**ভূমিকা:**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**কার্যাবলী:**

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ চাহিদা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- বৈদেশিক দাতা সংস্থার (যেমন-বিশ্বব্যাংক, এডিবি) সাথে প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরি এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা;
- উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও নির্দেশিকার অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের ক্রয়পরিকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধতি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী অনুমোদন করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (সকল বিভাগীয় কার্যালয়) সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- অধিদপ্তর র্কতৃক বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।

**মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি:**

অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০৩টি কর্মসূচি চলমান। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপির সবুজ পাতাভুক্ত ০২টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

# অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

## ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

### ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-১ম সংশোধিত) (বিপণন অংগ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২১২ কোটি ৯০ লক্ষ | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি ও IFAD | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্যঃ**<br>জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। | | | |
| | | | **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২)**<br>ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;<br>গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ১১টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নেয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)<br>মোট ৩০টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২১২৯০.৫৭ | ৩৩৫০.০০ | ১৯৭৪.৭৪ (৫৮.৯৫%) | ৯৭০০.২৯ (৪৫.৫৬%) |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৮৯৪০ ব্যাচ;
(৩) উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ টি এন্টারপ্রাইজ;

**২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ**

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৬০টি কর্মশালার মধ্যে ৪৪টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ৮৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৫৫৪৭ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৩০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৮৯৪০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪৫৬৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৫) ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ১৭৫ জন কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৮টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণ করা হয়েছে।

এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্রঃ

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্রঃ

## ২। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প:

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের শিরোনাম | : | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। |
| প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ |
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ২৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ | : | ৮৮২.০০(লক্ষ টাকা) |
| জুলাই,২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ | : | ২৬.৫৪ (লক্ষ টাকা) (৩.০০%) |
| সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | আর্থিক :৮৬২.৭০ (লক্ষ টাকা) (৩৪%)<br>ভৌত : ৩৮.০০% |

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে দরিদ্রতা হ্রাস করা। অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫% থেকে ৩০% পঁচনশীলতারোধ করে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা;

**প্রকল্পের মূল কার্যক্রম**

পেঁয়াজ ও রসুন উৎপাদনশীল ০৩টি বিভাগের ০৭টি জেলার ১২টি উপজেলায় (পাবনা,ফরিদপুর, রাজবাড়ি, রাজশাহী, কুষ্টিয়া,ঝিনাইদহ ও মাগুরা)।

- ৩০০টি পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ; (প্রতিটি ঘরে ৩০০মন পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ করা যায়)।
- ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ;
- মোট ৩৯৪০জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

**অগ্রগতি**

৩০০ টি সংরক্ষণ ঘরের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১৩৩টি সংরক্ষণ ঘর নির্মান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরো ১১২ টি সংরক্ষণ ঘর নির্মানণ করা হবে। মডেল ঘরে সংরক্ষিত পেঁয়াজের নষ্ট/পচনের হার মাত্র ৩%।

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সভার সিদ্ধান্ত**

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারণের সংস্থান রেখে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

## পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণাগার

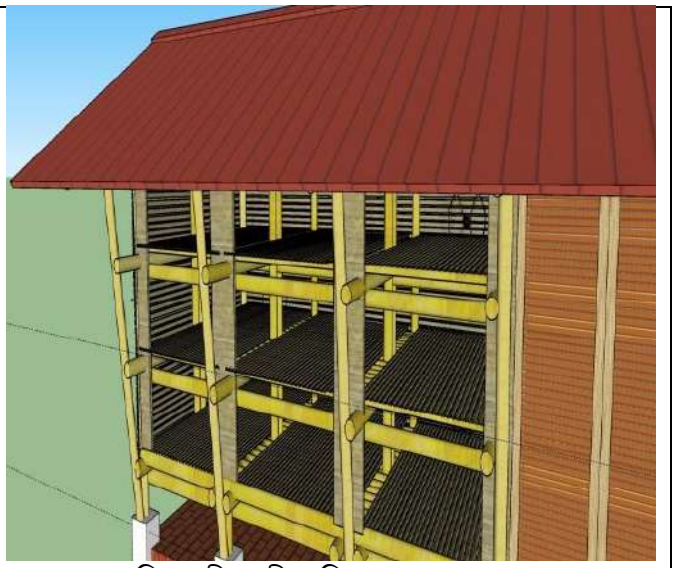

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন ড.মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

## ৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ১৮৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি: ১৮৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।<br>প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ<br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;<br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ;<br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি ;<br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ;<br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;<br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ৩৫টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ১৮৩৯৯.০০.০০ | ২৯৫৬.০০ | ২৪৫৩.৯৬ (৯৭%) | ৪৬০৬.২৪ (২৫.০৫% |

**প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:**

১। প্রকল্পের আওতায় ২১টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণ;
২। প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ;
৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬টি উপজেলায় ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ;
৪। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ ব্যাচে ৩৯০০ জন কৃষক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ;
৫। ৬২টি ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫। ১২ টি জেলায় মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;
৬। জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন;
৭। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:

১। প্রকল্পের আওতায় ০৯টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৩টি জেলায় ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে;
২। প্রকল্পের আওতায় পূর্বের ৫ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমানসহ আরো ৩টি জেলায় নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এ নিয়ে মোট ৮টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান;
৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬টি উপজেলায় ৩৭২টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে;
৪। প্রকল্পের আওতায় ৯৫ ব্যাচ কৃষক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;
৫। ৫৪টি ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
৫। ১২ টি জেলায় মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে;
৬। জাতীয় সেমিনার পর্যায়ে ১টি এবং ৮টি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
৭। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

## ৪। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | প্রকল্পের নাম | : | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প |
| ০২. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০৩. | বাস্তবায়নকাল | : | জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। |
| ০৪. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা। |
| ০৫. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা। |
| ০৬. | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।<br>১) বসতবাড়ীর উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনী ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৪৫০ টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;<br>৩) আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে ৪৫০টি কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৭. | প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ | | ১) রংপুর বিভাগের ০৮ টি জেলায় ১৪৪টি, রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় ২২টি ও ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় ০৬টি সহ মোট ১৭২টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে;<br>২) ৪৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তাকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;<br>৩) উন্নয়নকৃত উদ্যোক্তাদের মাঝে ৩৪ সেট প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে;<br>৪) মডেল ঘর কেন্দ্রিক গঠিত কৃষক বিপণন দলের ২১০০ জন আলু চাষী কৃষক/উপকারভোগীকে আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;<br>৫) নির্মিত ১৭২ টি মডেল ঘরে আলু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭২ টি ডিজিটাল ওয়েট মেশিন, ১৭২ টি অটোমেটিক স্প্রেয়ার মেশিন, ২০৬২০ টি প্লাস্টিক ক্রেট ও ৬৮০০ গজ নেট ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে;<br>৬) প্রকল্প এলাকার অফিসসমূহ সুষ্টুভাবে পরিচালনায় ১৭ টি ল্যাপটপ, ২টি ডেক্সটপ কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে;<br>৭) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য ৯ আউটসোর্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়োগ প্রদান ও মাঠপর্যায়ে পদায়ন করা হয়েছে;<br>৮) নির্মিত মডেল ঘর কেন্দ্রিক ১৭২টি প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;<br>৯) মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য কৃষকগণকে মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে ১২৫ টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে। |

## ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

| ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের নাম | প্রকল্পের মেয়াদ কাল | সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ৭,৩০০.০০ |
| ২ | কৃষিপণ্যের বিপণন সেবা সম্প্রসারণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত) | ৪,৮৫০.০০ |
| ৩ | কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ৪,৮৮০.০০ |
| ৪ | কৃষকের বাজার স্থাপন প্রকল্প | (জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত) | ২০,০০০.০০ |

## এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়াদি সম্পর্কিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা:

| ক্রমিক নং | নির্বাচিত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Smallholder Agricultural Competitiveness Project (SACP-DAM Part-1st Revised). | জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪ | ২১২৯০.৫৭ | চলমান |
| ২ | Strengthening Flower Marketing System by Developing Market Infrastructure, Storage and Transportation Facilities Project. | অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২২ | ২৭৮৪.০০ | সমাপ্ত |

| ক্রমিক নং | নির্বাচিত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | Strengthening Department of Agricultural Marketing Project (SDAMP). | জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪ | ১৬০০০.০০ | চলমান |
| ৪ | Potatoes Multipurpose Uses, Storage and Marketing Development Project | জানুয়ারি, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ৪২৭৬.৭৪ | চলমান |
| ৫ | Onion and Garlic Storage method Digitalizing and Marketing Activities Development in Farmers Level Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬ | ২৫২৬.০০ | চলমান |
| ৬ | Establishment Cold Storage Agricultural Produces, Post Harvest Management and Marketing Management Development Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬ | ৪৮০০.০০ | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত |
| ৭ | Modernization, Digitalization and Extension Activities of SOGORIK Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬ | ৭৩০০.০০ | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত |
| ৮ | Marketing Services Extension, Quality Assurance and Value Chain Development of Agricultural Produces Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪ | ৪৮৫০.০০ | ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে |
| ৯ | Establishment Farmers Market in Countrywide Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৫ | ২০০০০.০০ | ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে |
| ১০ | Marketing and Extension of Agricultural Product Produces in Char Land Project. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ৫০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১১ | Expansion of Mango Export Market through Establishing Vapor Heat Treatment Plant Project. | জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪ | ৩১৫০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১২ | Assurance of access to market information & improvement of ICT infrastructure. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ২০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৩ | E-Agricultural Marketing System Development Project. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৬ | ১৯০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৪ | Disseminating Marketing Information and Modern Technology. | জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৪ | ১০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৫ | Development of agri-business & entrepreneurs, Establishment of sustainable value chain, Renovation of Agro-processing infrastructure. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৪৫০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৬ | Development of market infrastructure, Improvement of storage facility throughout the country. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৭০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৭ | Food & Nutritional Security through Enhancing Agricultural Productivity and Strengthening Market Linkage Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৫০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৮ | Establishment and Development Processing Infrastructure for Enhancing Value Addition Activities Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৯০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ১৯ | Supporting homestead agricultural value addition strategies Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৮৫০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২০ | Women empowerment in production, processing & other income generating activities. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৫০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |

| ক্রমিক নং | নির্বাচিত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | Facilitation of market access of all the farmers of the country. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ২০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২২ | Enhancing Marketing Skill of Farmers, Agricultural Entrepreneur and Agricultural Businessman through Training in Field Level. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ১৩০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৩ | Strengthen research to ensure fair market price of agricultural products at the production as well as farmers level. (Cost; BDT 700.00 million) | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৭০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৪ | Strengthening Capacity Building of DAM in Research and Policy Analysis of Agricultural Marketing Information. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৫০০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ২৫ | Extension of appropriate post-harvest management technologies through training and demonstration Project. | জুলাই, ২০২৬-জুন, ২০৩০ | ৪৫০০০.০০ | সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট:

### ১. উন্নয়ন বাজেট:

**(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রম | প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়) | অগ্রগতি (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | |
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ | ২১২.৯১ | ৩৩.৫০ | ২০.০০ ৫৯.৭০% | ৯৫% | ৯৭.২৫৬ ৪৫.৬৮% | ৫৫% |
| ০২. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ১৬০.০০ | ২৯.৫৬ | ২৫.০০ ৮৪.৫৭% | ১০০% | ৪৬.০৬ ২৯.০৮% | ৪২% |
| ০৩. | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | ২৫.২৬ | ৯.৭৫ | ৭.৯২ ৮১.২৫% | ৯৭% | ৮.৩৬ ৩৩.১০% | ৩৫% |
| ০৪. | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | ৪২.৭৭ | ১১.২৮ | ৯.০৪ ৮০.১৮% | ৯০% | ৯.০৪ ২১.১৫% | ২৪% |

## ২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জেলা পর্যায়ে ''কৃষকের বাজার'' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১১২.৬০ (৯৭.০৭%) | ১০০% |
| ২ | অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১০৬.৬০ | ১০৬.৬০ | ১০৬.১৭ (৯৯.৬০%) | ১০০% |
| ৩ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৪৮ (৯৯.২৮%) | ১০০% |

# ফিল্ড সার্ভিস শাখা

### ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি,বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছরভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সঙ্গে সহায়তা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা; এবং
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

# গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজার দরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা; এবং
- দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত কৃষি পণ্য হিমাগারে সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

**গবেষণা শাখা -১ (খাদ্য শস্য জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:**

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম, ভূট্টা ও আটা এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, গম ও ভূট্টা এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম, ভুট্টা ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়।

**গবেষণা শাখা -২ (ডাল, কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:**

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বিভিন্ন প্রকার মসলা যেমন-পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও মরিচসহ ডাল ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও মরিচের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**গবেষণা শাখা -৩ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:**

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের যেমন-বাঁশ,নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন-আমলকী, হরতকী, নিমপাতা মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

**কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ**

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানিকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তুত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি Compliance Guideline এর খসড়া প্রস্তুত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা অত্র শাখায় যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া,

দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুনর্নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

**গবেষণা শাখা -৪ (প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:**

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ এ তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের বিপণন ও মূল্য সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

**গবেষণা ও নীতি সংশিষ্ট কার্যক্রম:**

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate Change Readiness Assessment সংশিস্নষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশেস্নষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কাদ্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP) এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

**গবেষণা শাখা -৫ ও ৬ (শাকসবজি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী:**

- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর পর্যালোচনা করে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা গড় বাজার দর নিরুপন করা;
- সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপন করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক শাক-সবজির এবং মৌসুমী ফলের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান নিরুপন করা;
- প্রতিবছর আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও মজুদ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা;
- প্রতিবছর সারাদেশের হিমাগারসমুহে আলু সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- প্রতি মাসে সারাদেশের হিমাগারের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্তে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য প্রেরণ করা;
- বিভিন্ন শাক সবজির ভেল্যুচেইন বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত অন্যান্য কার্যাবলী নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা।

**গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী**

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ঘাটতি/উদ্বৃত্তের তথ্য প্রণয়ন:
- বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমন চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, তেল, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ, আমদানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- বিভিন্ন জেলার কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা এবং ঘাটতি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

## উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র

ধান এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| বোরো মোটা | ১৮৮৮ | ১৭৩২ | ২৪৩২ | ২৪৬৩ | ২৭৮৭ |
| বোরো মাঝারী | ২১৬৬ | ১৯৮৩ | ২৬৯১ | ২৭৯২ | ৩১৩০ |

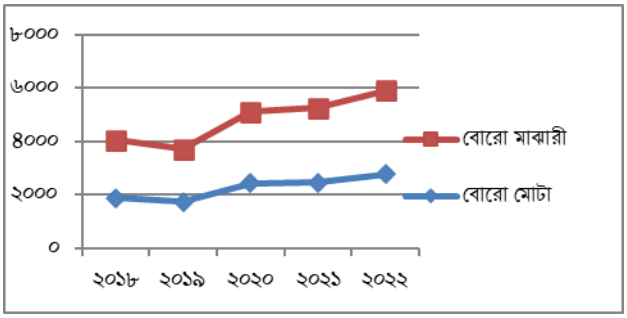


চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল মোটা | ৩৪৬৯ | ২৭৪৫ | ৩৫৬২ | ৪১০৯ | ৪২৫৪ |
| চাল মাঝারী | ৪১৮৩ | ৩৪৮৮ | ৪০৭৫ | ৪৮২৭ | ৫১৩৭ |
| চাল সরু | ৫১৮৮ | ৪৫৪১ | ৫১৮৮ | ৫৬৭১ | ৬২৯৪ |

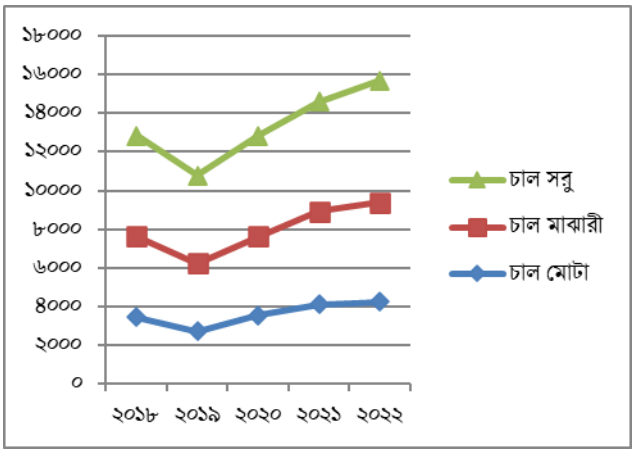


চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল মোটা | ৩৭ | ৩০ | ৫৫ | ৪৩ | ৪৫ |
| চাল মাঝারী | ৪৪ | ৩৭ | ৪৩ | ৫১ | ৫৪ |

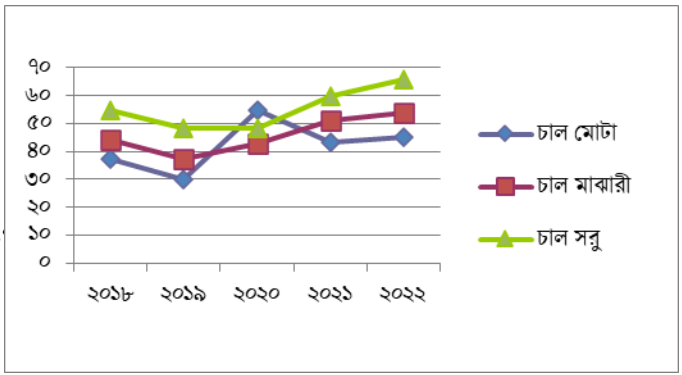

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| চাল সরু | ৫৫ | ৪৮ | ৪৮ | ৬০ | ৬৬ |

গম ফসলের তুলনামুলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২১ | ২৩ | ২৪ | ২৯ | ৪৫ |
| পাইকারী | ২৩ | ২৫ | ২৫ | ২৭ | ৩৭ |
| খুচরা | ২৫ | ২৭ | ২৮ | ৩০ | ৩৯ |

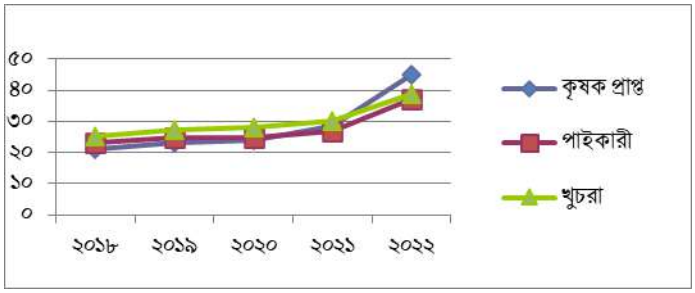


ভুট্টা ফসলের তুলনামুলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৭ | ১৮ | ১৮ | ২৬ | ৩২ |
| পাইকারী | ১৯ | ১৮ | ১৯ | ২২ | ৩২ |
| খুচরা | ২২ | ২১ | ২৩ | ২৫ | ৩৫ |

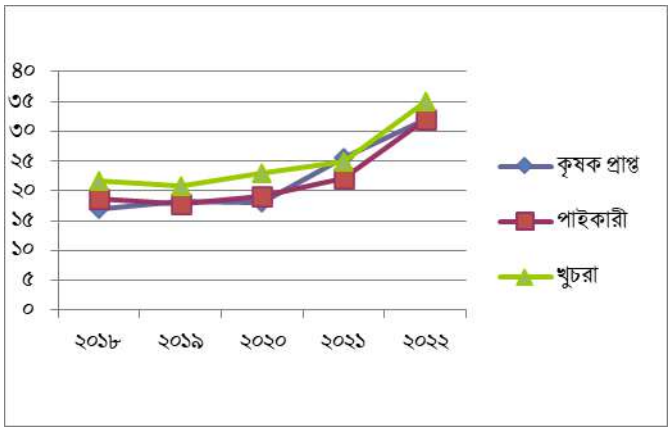


মসুর ডাল ফসলের তুলনামুলক গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ৫৬ | ৬৯ | ৭১ | ৬৯ | ৮৮ |
| পাইকারী | ৮৩ | ৯০ | ১০৭ | ১০৪ | ১১৬ |
| খুচরা | ৯২ | ১০০ | ১১৪ | ১১০ | ১২৫ |

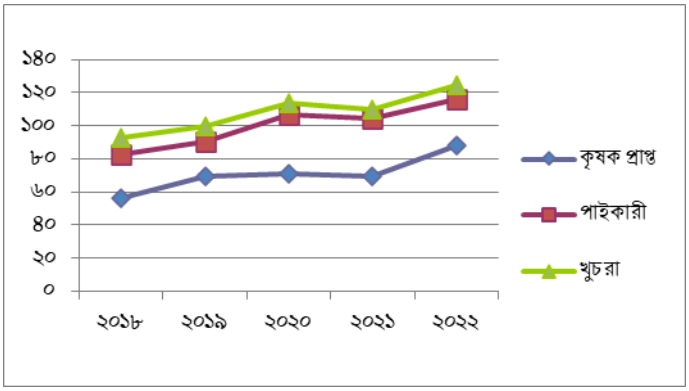

## তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর
(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৩৩৯৫ | ৬৬১০ | ৪১১৮ | ৩৪৯৬ | ৩৬২১ |
| রসুন | ৩৮৬৯ | ১১১৮৯ | ৭০০০ | ৪১৬২ | ৭৫৭৫ |
| আদা | ৭৯৮৩ | ১৩০০৩ | ৯০০৭ | ৬৫১৬ | ১০৬৫৯ |
| শুকনা মরিচ | ১৪০৭৮ | ১৮৭১৩ | ১৯০৮২ | ১৬৯০০ | ৩২২৪১ |
| হলুদ | ১১৮৯১ | ১১৩৬৭ | ১১২৪৭ | ১১০৫৪ | ১৩০১৪ |
| ধনিয়া | ৭৬২৯ | ৮৩৯৮ | ৮৫৯২ | ৮২৬৪ | ১০৩৪৩ |
| সরিষা (তেল বীজ) | ৪৯৬৬ | ৪৮১০ | ৪৮৫০ | ৭১৬২ | ৮২৮৮ |

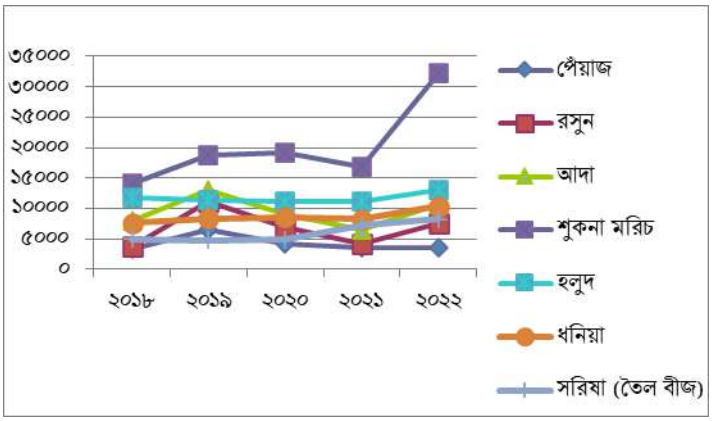


## তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর
(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৩৬৭৭ | ৪৯৪৩ | ৫৮০০ | ৩৬৬৩ | ৩৩৯৫ |
| রসুন | ৪৪৩৪ | ৯০০২ | ৯৭৭১ | ৬৪৯৫ | ৫২৭০ |
| আদা | ৮৬৫১ | ১২৬৬০ | ১৪৫৯০ | ৭৮০১ | ৭৫৮৮ |
| শুকনা মরিচ | ১৫৪৪০ | ১৬৬৫৮ | ২০১৮৪ | ১৯৫৮৭ | ২৫৯৭৮ |
| হলুদ | ১২৯৫৮ | ১২৬৭৬ | ১২৪৯৬ | ১২৬১২ | ১২৫৮৭ |
| ধনিয়া | ৮৮৪২ | ৯৩৯১ | ৯৫০৭ | ৯৩৬৫ | ৯৫০২ |
| সরিষা (তৈল বীজ) | ৫২৩৩ | ৪৮৭৪ | ৫২৬৪ | ৬৫১০ | ৮৪১৫ |

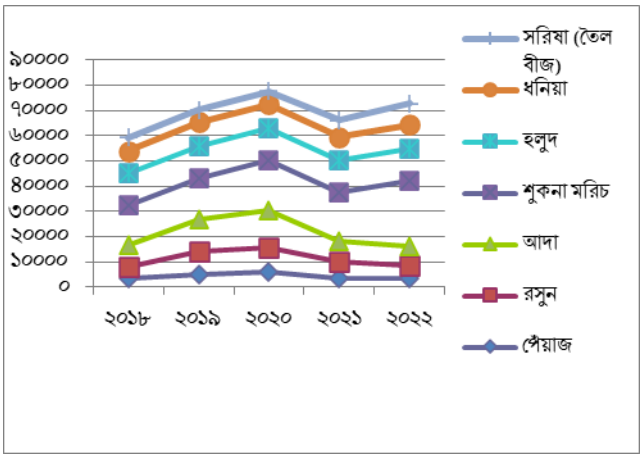


## তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৪৩ | ৫৬ | ৬৫ | ৪১ | ৩৯ |
| রসুন | ৫৫ | ১০৪ | ১১২ | ৭২ | ৬৪ |
| আদা | ১০২ | ১৪৫ | ১৪৯ | ৯০ | ৯৩ |
| শুকনা মরিচ | ১৭২ | ১৮২ | ২২৫ | ২১৬ | ২৯০ |
| হলুদ | ১৪৭ | ১৩৯ | ১৩৯ | ১৪০ | ১৩৯ |
| ধনিয়া | ১১০ | ১০৯ | ১১০ | ১০৮ | ১১৯ |
| সরিষা (তৈল বীজ) | ৬২ | ৬০ | ৬২ | ৭৬ | ৯১ |

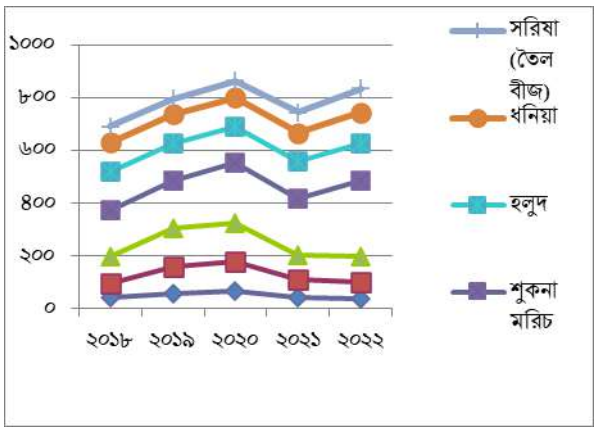


প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ মুরগী মাঝারী | ৩১৭৮৯ | ৩৪১৭৬ | ৩৪৮৬২ | ৩৭২০৯ | ৪২৫৯৪ |
| মোরগ মুরগী ফার্ম | ১১৭৫৫ | ১১১৬৮ | ১২১৪১ | ১৩৩৭৭ | ১৬২০৮ |
| রুই মাঝারি | ২২১০৩ | ২৩৭১৫ | ২২৬৬৮ | ২৩৩১২ | ২৬০০৫ |
| কাতল মাঝারি | ২০৪২৯ | ২২০১৪ | ২১৩২৭ | ২১৫৪৩ | ২৪৭৩৯ |
| পাংগাস ছোট | ১০২৩৯ | ১০৭০২ | ১০২৬৪ | ১০৫৯০ | ১২৪৯৬ |
| ইলিশ | ৩০২৪৩ | ৪৮৯৩৮ | ৪৪২৮৮ | ৪৭৯৬৬ | ৬০১০৪ |

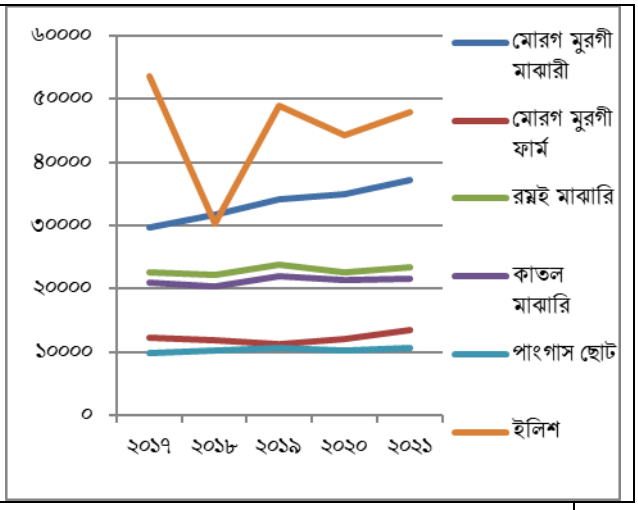


## প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ-মুরগী দেশী | ৩২৩৪৮ | ৩৪৬৬১ | ৩৫২২১ | ৩৬৬৬৩ | ৪০৩৫৮ |
| মোরগ-মুরগী ফার্ম | ১১৮৫৬ | ১১৮১৪ | ১১২১৩ | ১২৬৭৭ | ১৫১৩৭ |
| গরুর মাংস | ৪১৮৮৪ | ৪৭৭৯৯ | ৫০২৮৮ | ৫২৩৮৯ | ৫৯৪০৩ |
| রুই মাঝারী | ২৯৩৩৬ | ২৯৯৯১ | ২৮৬৬৪ | ২৭৯৪০ | ২৯৭২৫ |
| কাতল মাঝারী | ২৭৮৪৭ | ২৯০৮৬ | ২৮২২৪ | ২৭৭৩৭ | ২৯০২৮ |
| পাংগাস ছোট | ৮৮৩১ | ৯৯১৯ | ৯৯৯১ | ৯৪৩৮ | ১১৫৯২ |
| ইলিশ | ৬০৪১০ | ৬৫৬৫৮ | ৬০৪১৩ | ৬৭৪২৬ | ৭৬৩৭৯ |

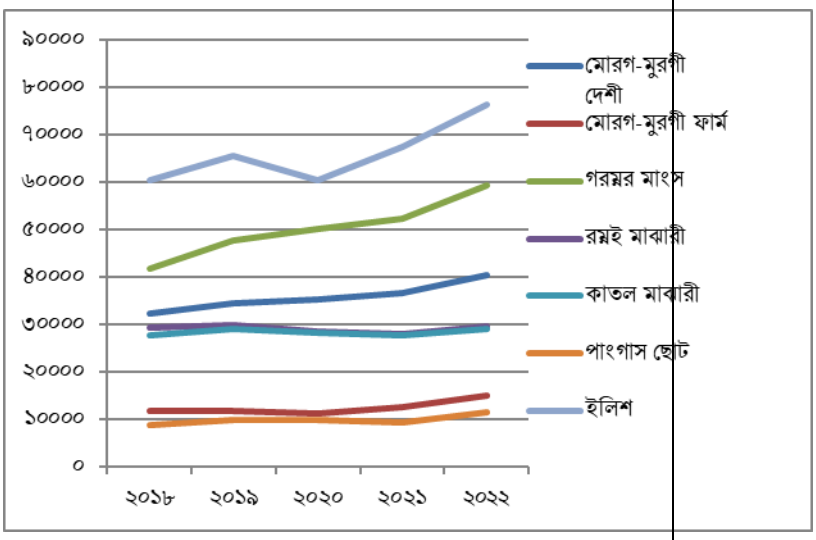


## প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ-মুরগী দেশী | ৩৪৯ | ৩৭৪ | ৩৭৭ | ৪০৭ | ৪৩১ |
| মোরগ-মুরগী ফার্ম | ১৩১ | ১৩২ | ১২৫ | ১৩৭ | ১৬০ |
| গরুর মাংস | ৪৩০ | ৫০৯ | ৫৩৬ | ৫৫৪ | ৬৩৫ |
| রুই মাঝারী | ৩২৫ | ৩৩৩ | ৩২০ | ৩০৪.৬ | ৩৩০ |
| কাতল মাঝারী | ৩১২ | ২৫৫ | ৩৭৩ | ৩০৪ | ৩১৮ |
| পাংগাস ছোট | ১০৪ | ১১৭ | ১১৭ | ১১১ | ১৩৪ |
| ইলিশ | ৭০৯ | ৭৬৫ | ৭০১ | ৭৮৮ | ৮৭০ |

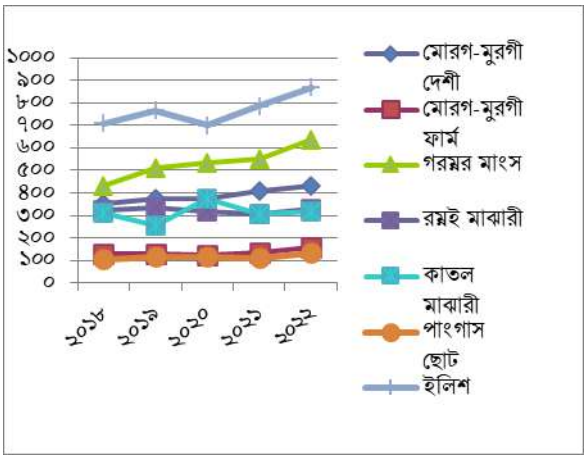

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৫ | ১৪ | ২২ | ১৪ | ২১ |
| পাইকারী | ১৬ | ১৫ | ২৪ | ১৬ | ১৮ |
| খুচরা | ২০ | ১৯ | ২৮ | ১৯ | ২২ |

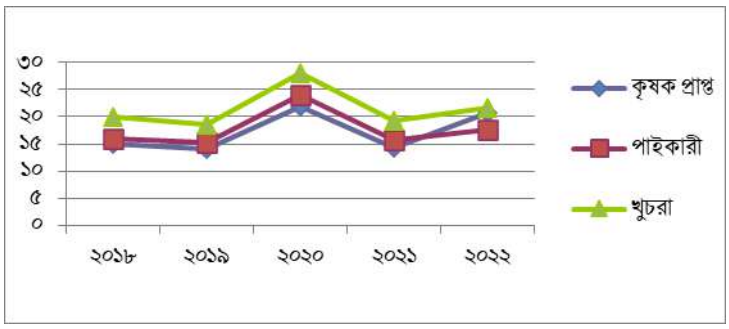


বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২২ | ২৭ | ২৭ | ২৯ | ২৯ |
| পাইকারী | ২৮ | ৩০ | ৩৪ | ৩০ | ৩২ |
| খুচরা | ৩৪ | ৩৮ | ৪০ | ৩৭ | ৪১ |

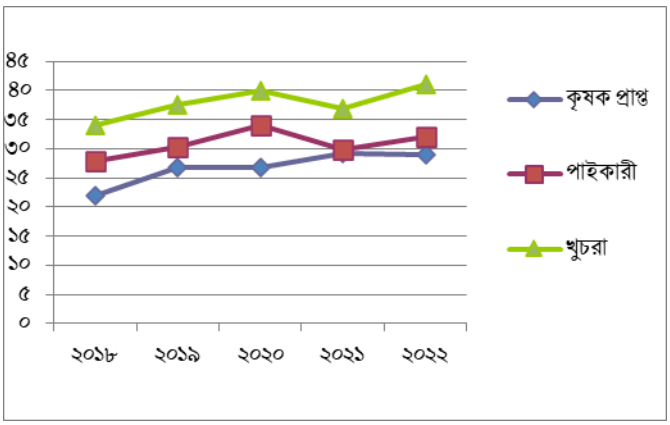


টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৯ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৮ | ৪৮ |
| পাইকারী | ৩৮ | ৪৪ | ৩৫ | ৩৯ | ৫৩ |
| খুচরা | ৪৭ | ৫৪ | ৪৩ | ৪৯ | ৬৬ |

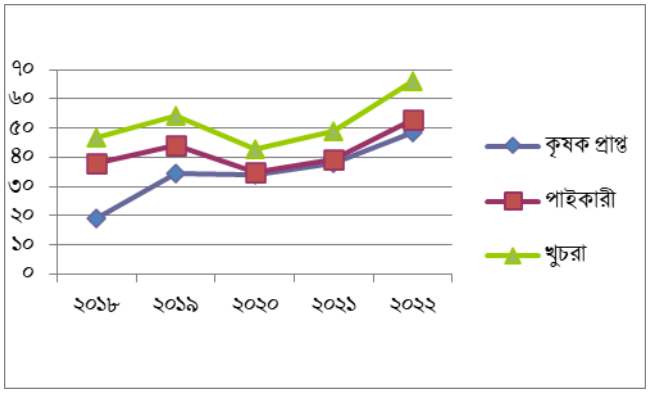

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| তেঁতুল | ১১২ | ১১৬ | ১১৭ | ১৩১ | ১৩৫ |
| নারিকেল | ৩৫ | ৩৭ | ৩৭ | ৫৬ | ৬৭ |
| কামরাঙ্গা | ৩১ | ৩৪ | ৩৫ | ৪৯ | ৫৬ |
| মধু | ৫৪০ | ৫৬৯ | ৫৭২ | ৭১৬ | ৬৬০ |

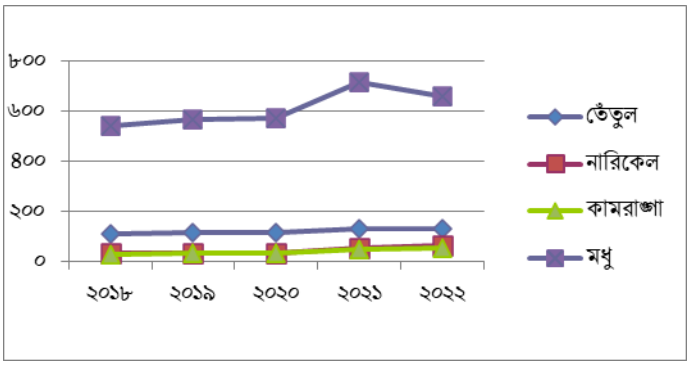


গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর
(টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| আমলকি | ১৪৯ | ১৫৫ | ১৫৪ | ১২৩ | ১৪৯ |
| হরতকি | ৮১ | ৮৪ | ৮৪ | ৬৪ | ৬৬ |
| ইসবগুলের ভুষি | ৬৭৮ | ৬৭৯ | ৬৮০ | ৬৬৭ | ৭৮২ |
| তুলশী | ৬৬ | ৬৮ | ৬৭ | ৯৭ | ১২৭ |
| জলপাই | ১২৯ | ১২৪ | ১২৪ | ৬২ | ৭৫ |

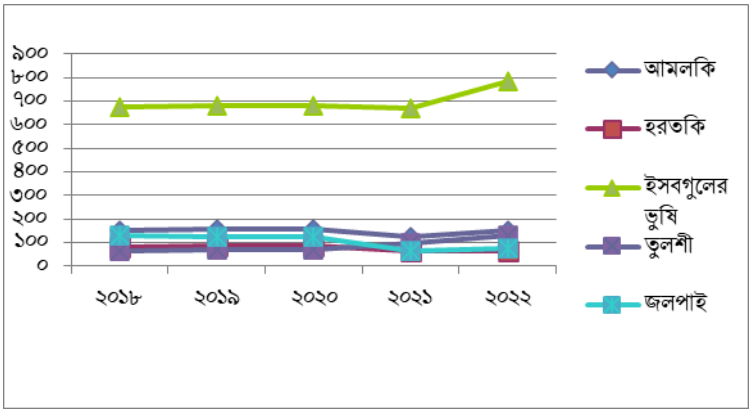


আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর
(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| আম ল্যাংড়া | ৫২৯৯ | ৬৮৩৯ | ৫১৬২ | ৪৯৪৮ | ৭৪২২ |
| কলা চাঁপা | ২৪২ | ২৩৫ | ২৩৫ | ২৬১ | ২৮৩ |
| কলা সবরি | ৩৮০ | ৪০৯ | ৪০৮ | ৪৪১ | ৫০৭ |
| কলা সাগর | ৩১৮ | ৩৩০ | ৩৩৪ | ৩৬১ | ৩৮৩ |
| পেয়ারা | ৫৯১০ | ৫০০৬ | ৪৯০৭ | ৫১৪০ | ৪৯৬৫ |

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর

(টাকা/কেজি/৪টি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| আম ল্যাংড়া | ৬৯ | ৮১ | ৮০ | ৬৫ | ৯৩ |
| কলা চাঁপা | ১৬ | ১৭ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| কলা সবরি | ২৫ | ২৬ | ২৬ | ৩১ | ৩০ |
| কলা সাগর | ২০ | ২১ | ২১ | ২৩ | ২৪ |
| পেয়ারা | ৭৮ | ৭৪ | ৭৫ | ৬৮ | ৬৩ |

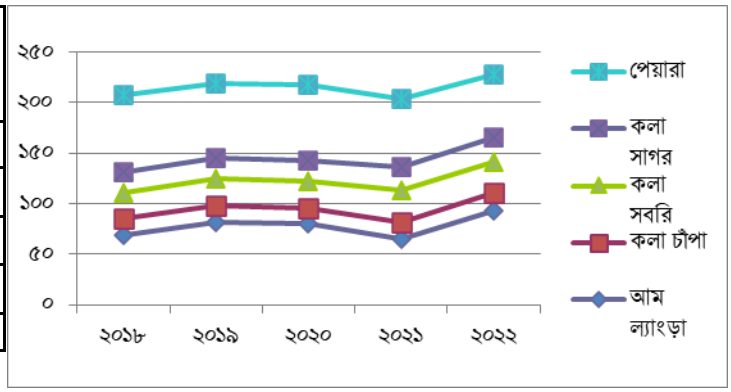


## বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২২-২০২৩

| উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/ টাকায় |
|---|---|
| বীজ | ৯৭৫ |
| সার | ৭০১৫ |
| বালাই ব্যবস্থাপনা | ২৩০০ |
| শ্রমের মজুরী | ২৭৫০০ |
| জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৭০০০ |
| সেচ | ৮০০০ |
| মাড়াই খরচ | ৬০০০ |
| মূলধনের সুদ | ১২০৯ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৮০০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৭৭৮৯৯ |
| উৎপাদন: | |
| ধান | ২৫০০ |
| খড় | ৬৯০০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৭০৯৯৯ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৮.৪০ |

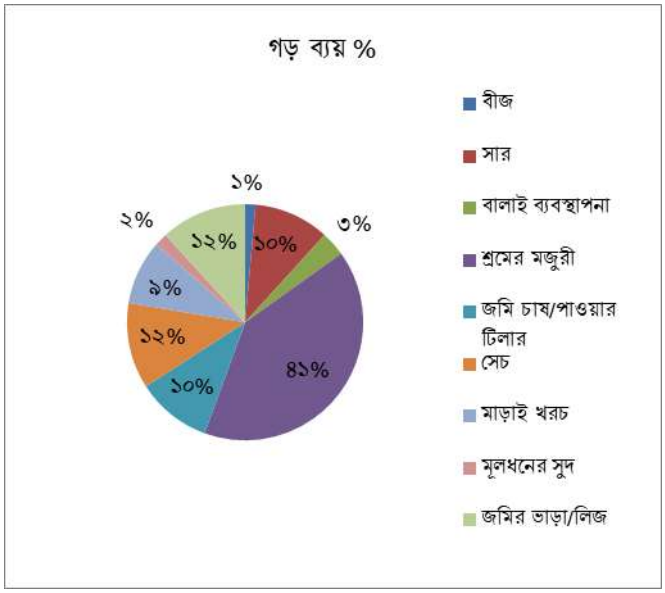


## আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২২-২০২৩

| উপকরণের বিবরণ | মূল্য/ব্যয় টাকা |
|---|---|
| বীজ | ৮০০ |
| সার | ৫৪৫০ |
| বালাই ব্যবসহাপনা | ১৫০০ |
| শ্রমের মজুরী | ১৮৮০০ |
| জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৫১০০ |
| সেচ | ২১০০ |
| মাড়াই | ৩০০০ |
| মুলধনের সুদ | ৮৫৭ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৮০০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৫১৭১৭ |
| উৎপাদনঃ | |
| ধান | ১৭৪৫ |
| খড় | ৩৪৯০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৪৮২২৭ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৭.৬৪ |

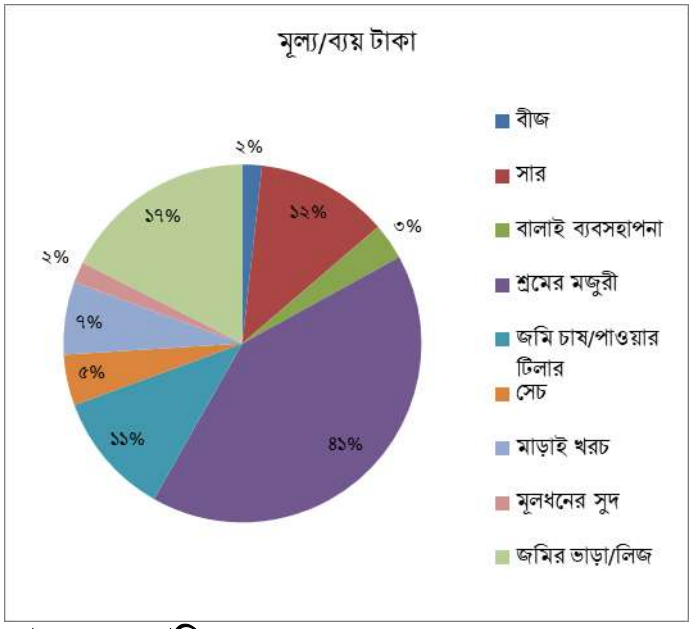


## গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২১-২০২২

| উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/ টাকায় |
|---|---|
| বীজ | ৩৪৮০ |
| সার | ৯৫০৫ |
| বালাই ব্যবসহাপনা | ১৩০০ |
| শ্রমের মজুরী | ২২০০০ |
| জমি চাষ | ৪৫০০ |
| সেচ | ৩০০০ |
| মাড়াই খরচ | ২৫০০ |
| মূলধনের সুদ | ১০৮৮ |
| জমির ভাড়া/লিজ | ৮০০০ |
| মোট উৎপাদন ব্যয় | ৫৫৩৭৩ |
| উৎপাদনঃ | |
| গম | ১৫০০ |
| খড় | ৭০০০ |
| নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৪৮৩৭৩ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ৩২ |

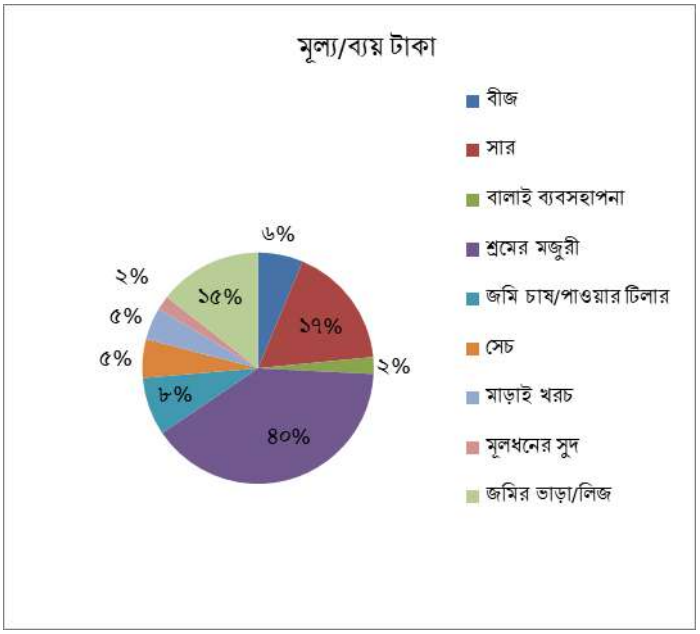


## আলু ফসলের উৎপাদন খরচ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ১০.২৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৮৪,৬৭৯ টাকা এবং মোট আয় ১৩০,৮৫০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪৬,১৭১ টাকা। একক প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৮৪০৭ কেজি।

**সারণী : ২০২২-২০২৩ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচ**

( টাকা/একর)

| ক্র: নং | উপকরনের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী | ৫,৯৫২ |
| ২ | সার বাবদ | ১৯,২৬২ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ২৭,২৮৮ |
| ৪ | শ্রমিক বাবদ | ৪,৩৯২ |
| ৫ | সেচ | ৪,৮৬৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬ | কীট নাশক | ২৭,৮৭৭ |
| ৭ | জমি লিজ/ভাড়া | ৪,৪৩৮ |
| ৮ | ঋণের সুদ | ১৭,০৮৫ |
| ৯ | অন্যান্য খরচ | ৩,৩৩৫ |
| **মোট উৎপাদন খরচ** | | **১১৪,৪৯৯** |
| মোট উৎপাদন পরিমাণ ( কেজি ) | | ১০,৮৯২.৩১ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচঃ | | ১,০৫১ |
| গড় বাজারদর | | ১৪.৯৩ |
| মোট আয় | | ১৬১,৯৩২ |
| **নীট লাভ** | | **৪৭,৪৩৩** |

## চিত্র:২০২২-২০২৩ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

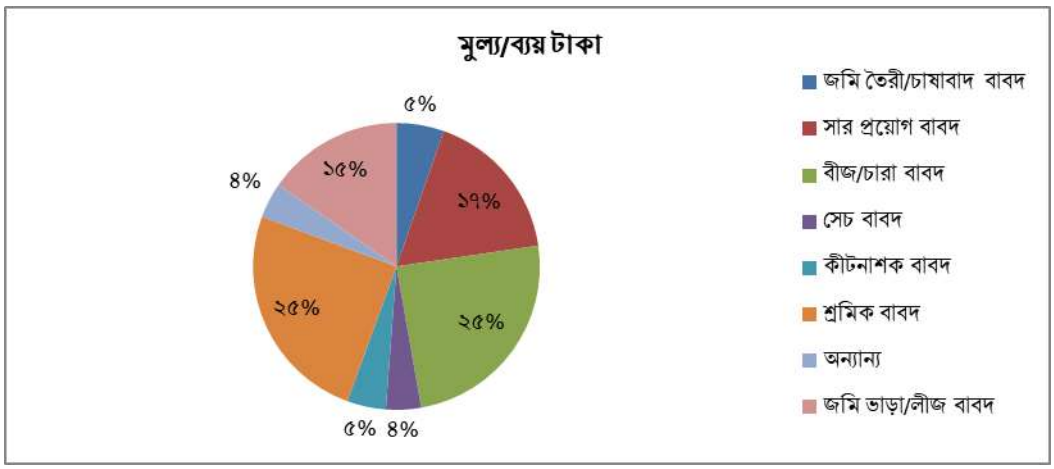


**টমেটো ফসলের উৎপাদন খরচ**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে টমেটো উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৩৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯০,৮৯৪ টাকা এবং মোট আয় ১৭৩,৮৫৪ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮২,৯৬০ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০,৮২৩ কেজি।

**সারণী: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টমেটোর উৎপাদন খরচ**

( টাকা/একর)

| ক্রমিকনং | উপকরণের বিবরণ | গড়ব্যয় |
|---|---|---|
| ০১। | জমি তৈরী | ৬,১৮১ |
| ০২। | সার বাবদ | ১৮,৫০০ |
| ০৩। | বীজ বাবদ | ৯,৮৫৫ |
| ০৪। | শ্রমিকবাবদ | ৫,৩৬০ |
| ০৫। | সেচ | ৬,৯১৪ |
| ০৬। | কীটনাশক | ৩১,৬৩১ |
| ০৭। | জমিলিজ/ভাড়া | ১১,৮২৪ |
| ০৮। | ঋণের সুদ | ১৯,০২৩ |
| ০৯। | অন্যান্য | ৩,২৭৯ |
| মোট উৎপাদন খরচ | | **১১২,৫৬৬** |

| | |
|---|---|
| মোট উৎপাদন পরিমান ( কে জি ) | ১১,৬৫০.০০ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৯.৫৯ |
| গড় বাজারদর | ১৮.৫০ |
| মোট আয় | ২১৬ |
| নীট লাভ | **১০৩,০০৯** |

## চিত্র : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টমেটোর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

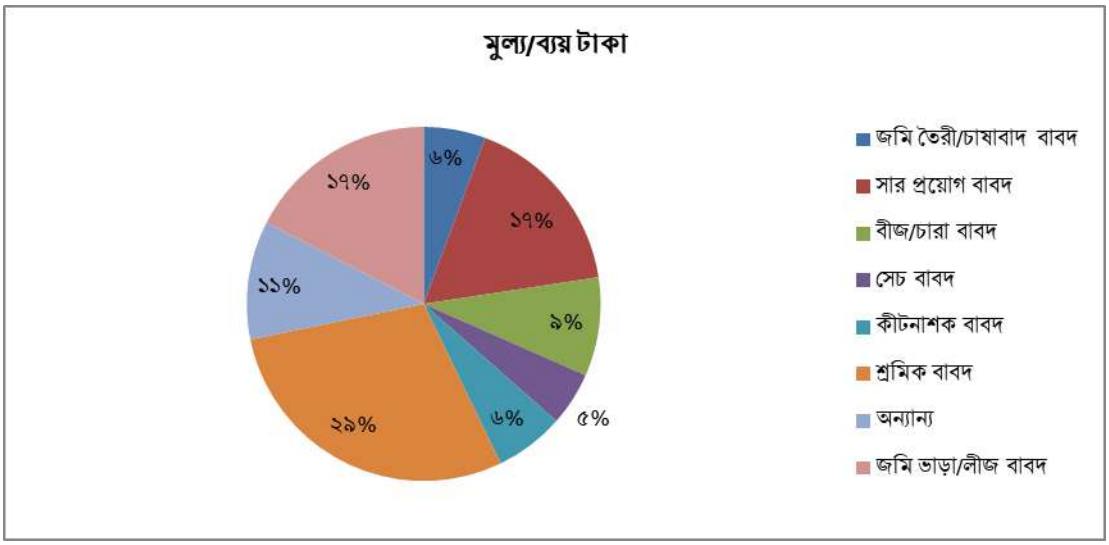


**বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেগুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৯৫ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১,০৪,৩১৮ টাকা এবং মোট আয় ২,২৯,৩৮০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১,২৫,০৬২ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১২,০১৫ কেজি।

**সারণী: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেগুনের উৎপাদন খরচ**

( টাকা/একর)

| ক্রমিকনং | উপকরণেরবিবরণ | গড়ব্যয় |
|---|---|---|
| ০১। | জমি তৈরী | ৬,১৩৬ |
| ০২। | সার বাবদ | ১৯,০৬৯ |
| ০৩। | বীজ বাবদ | ৭,০৮৯ |
| ০৪। | শ্রমিকবাবদ | ৩৩,৩৭৬ |
| ০৫। | সেচ | ৬,৪২৪ |
| ০৬। | কীটনাশক | ১২,০১৪ |
| ০৭। | জমিলিজ/ভাড়া | ১৬,৯৪৫ |
| ০৮। | ঋণের সুদ | ৩,২৯৭ |
| ০৯। | অন্যান্য | ৮,০৫৩ |
| মোট উৎপাদন খরচ | | **১১৩,৪৬০** |
| মোট উৎপাদন পরিমান ( কে জি ) | | ৯৩,৪৭৭.৯২ |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | | ১২.২২ |
| গড় বাজারদর | | ১৭.৮৫ |
| মোট আয় | | ১৬৬,১২৩ |
| নীট লাভ | | **৫২,৬৬৩** |

**চিত্র: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেগুনের উৎপাদন খরচের শতকরা হার**

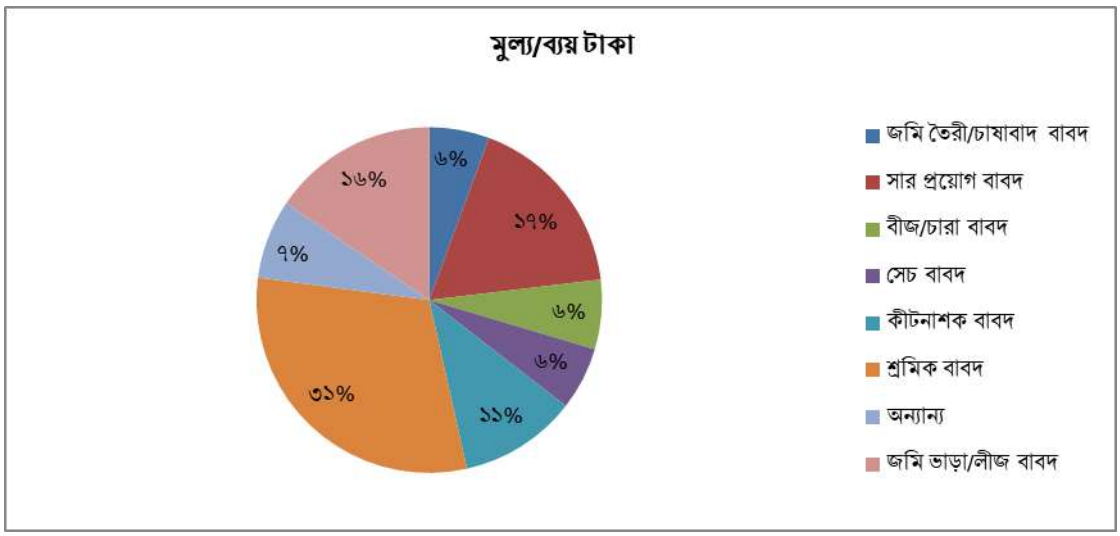


## হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্যঃ

| মোট হিমাগারের সংখ্যা | | | মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মেঃটন) | মোট ধারণক্ষমতা (মেঃটন) | | | ২০২২ সালে সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | | | ২০২২ সালে মোট সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | ধারণ ক্ষমতার কতভাগ ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চালু | বন্ধ | মোট | | চালু | বন্ধ | মোট | খাবার | বীজ | মোট | | |
| ৩৬৫ | ৪২ | ৪০৭ | ১১১.৯১৫ | ৩,০১৩,০১৩ | | ৩,০১৩,০১৩ | ১,৮২১,৪৫১ | ৬৭০,৬৩১ | ২,৪৯২,০৮২ | ২,৭০৮,৫৯৫ | ৮২.৭১% |

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২টি জেলা হতে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সারাদেশে মোট ৩৬৫টি হিমাগার চালু রয়েছে। চালু হিমাগারের ধারণক্ষমতা ৩,০১৩,০১৩ মেঃটন। ২০২২ সালে (খাবার আলু=১,৮২১,৪৫১, বীজ আলু=৬৭০,৬৩১মেঃটন) মোট=২,৪৯২,০৮২ মেঃটন যা চালু হিমাগারসমূহের মোট ধারণক্ষমতার প্রায় ৮২.৭১% ভাগ ব্যবহার হয়েছে। গত (২০২২) বছরের তুলনায় চলতি (২০২৩) বছরে ৭৯,০৯৭মেঃটন বেশী আলু হিমাগারে সংরক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১১০.২৪ লক্ষ মেঃটন। ২০২২ সালে হিমাগারে সংরক্ষতি আলুর পরিমাণ ২৭.০৯ লক্ষ মেঃটন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২৪.৫৭% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

আলু ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

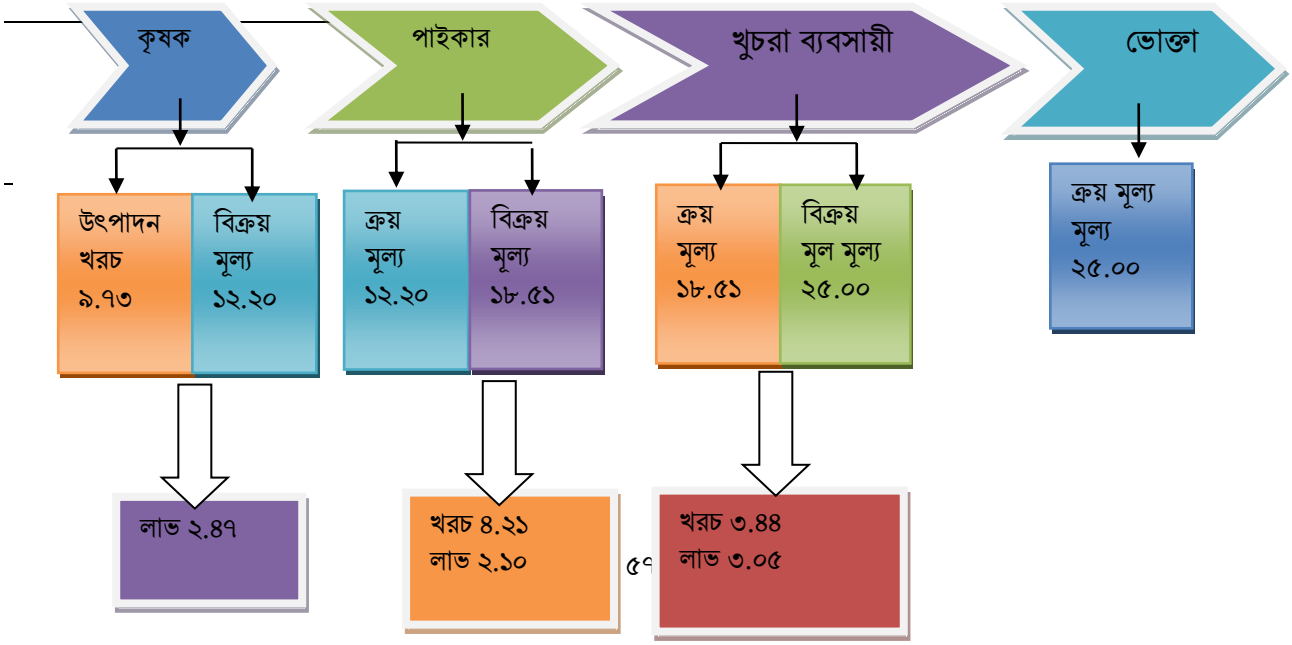

# গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

**(১) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ**

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা।
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

**বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা:**

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্রে উল্লেখিত বিধানাবলী অনুযায়ী জমিসহ গুদামসমূহ এলজিইডির নিকট হতে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়ছে। উক্ত গুদামসমূহরে জমি কৃষি বপিণন অধদিপ্তররে নামে বন্দোবস্ত/নামজারীর কাজ চলমান রয়ছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৩৬৩৮ জন কৃষক পরিবারকে ৪০৭৫ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৪৯৬.১৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত "গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী" অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম এবং ২ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম পরিচালনা কমিটি এবং একটি ৫ সদস্য বশিষ্টি গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লখ্যে যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক,কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম পরিচালনা কমিটি সংশিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

**অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০২২-২০২৩ অর্থবছর:**

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২৫৬০ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ৪৮০৪ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

**২০২২-২০২৩ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক:**

| অঞ্চলেরনাম | গুদাম সংখ্যা | কৃষক সংখ্যা (জন) | শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা) | গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| শেরপুর | ১৭ | ৫০০ | ৯৮৮ | ১৫২.৭৮ | ০.৬৬ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাগুরা | ১৬ | ৪১৮ | ৮২৭ | ৭৮.৬০ | ০.৭৬ |
| বরিশাল | ১ | ৩৪ | ২৮ | ০.০০ | ০.০২ |
| রংপুর | ৪৭ | ১৬০৮ | ২৯৬১ | ৫০৩.০৫ | ১৭.৫০ |
| সর্বমোট | ৮১ | ২৫৬০ | ৪৮০৪ | ৭৩৪.৪৩ | ১৮.৯৪ |

**অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য):**

| অর্থবছর | সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা(জন) | শস্য জমার পরিমান(মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ(লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ২০২২-২০২৩ | ২৫৬০ | ৪৮০৪ | ৭৩৪.৪৩ |
| ২০২১-২০২২ | ৩৯৮৯ | ৩৯০২ | ৫০১.৪৮ |
| ২০২০-২০২১ | ৪৫৯৬ | ৪৩৬০ | ৪১০.৪৮ |
| ২০১৯-২০২০ | ৩০২৫ | ৩০২৪ | ৩৮০.৬০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৪০১৯ | ৪২৮৭ | ৪৫৩.৭৮ |
| সর্বমোট | ১৮১৮৯ | ২০৩৭৭ | ২৪৮০.৭৭ |

**(২) আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠন:**

গুদাম কার্যক্রম সুষ্টুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ”শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড” নামে ৩,০৫,৪৪,৮৫১.৫১ (তিন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত একান্ন টাকা একান্ন পয়সা) টাকা অগ্রণী ব্যাংক, ধানমন্ডি শাখায় এফডিআর করা হয়েছে।

**(৩) ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়ার হাউজের জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৯২৫টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে ২৬১টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

**ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :**

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | ওয়ার হাউজের সংখ্যা | লাইসেন্স সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা | ৩৬৬টি | ৭টি |
| ২। | খুলনা | ৬০৪টি | ১৯টি |
| ৩। | চট্টগ্রাম | ১৮৫টি | ৬৭টি |
| ৪। | রাজশাহী | ১৩২টি | ২৬টি |
| ৫। | রংপুর | ১৭১টি | ৫৫টি |
| ৬। | বরিশাল | ২২৬টি | ৭৭টি |
| ৭। | সিলেট | ১৬৫টি | নাই |
| ৮। | ময়মনসিংহ | ৭৬টি | ১০টি |
| মোট | | ১৯২৫টি | ২৬১টি |

# প্রশাসন শাখা

**প্রশাসনঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর কার্যালয় ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরির খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ অন্যতম।

**প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ০৪ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৮ জন কর্মকর্তা ও ৪১ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মকর্তা ও ২৬ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ০৪ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

**নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ**

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর মাধ্যমে ০১ জন পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ০১ জন প্রোগ্রামার-কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত কর্মকর্তাগণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে যোগদান করেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন হওয়ায় ২৩৬টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৩৩টি পদ শুন্য রয়েছে; যার মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিভুক্ত ১৫০টি পদের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছড়াপত্র পাওয়া গিয়েছে। ছাড়পত্র অনুযায়ী উক্ত পদসমূহের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি অনুযায়ী শুন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ক্যাডার নিয়োগ বিধি হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ক্যাডার সংশ্লিষ্ট ক্যাডার কম্পোজিশন সংশোধিত হওয়ায় ইতোমধ্যে ১১ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং সৃজিত ১০০টি উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য ক্যাডার কম্পোজিশন সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**মামলা ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০১টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে। তবে ইতোপূর্বে দায়ের হওয়া হাইকোর্টে রীট মামলা ০৩টি ও নিম্ন আদালতে সার্টিফিকেট মামলা ০১টি, ফৌজদারী মামলা ০১টি, দেওয়ানী মামলা ০১টি এবং এটি মামলা ০১টি মামলা চলমান রয়েছে।

**সাজ-পোষাক ঃ**

অধিদপ্তরের ২০তম গ্রেডের মোট ১১ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

**সেন্ট্রাল ডেসপ্চ ঃ**

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৭,৩৯০ টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ৩,৬৮৭ টি পত্র ও প্রতিবেদনে ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

**লাইব্রেরী ঃ**

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৯৩৮ টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

**অবকাঠামো ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্ভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ৬৯টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদামসহ মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

**স্থাবর সম্পত্তি ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও এমওইউ এর মাধ্যমে অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট প্রায় ২০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

**যানবাহন ঃ**

এ অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।

**আইসিটি সরঞ্জামাদি ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১২৬টি সিপিউ, ১২৬টি মনিটর, ১২৬টি-কী বোর্ড, ১২৬টি মাউস, ১৮টি-ল্যাপটপ, ৫৯টি ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৫টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৪১টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামাদির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

**প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পোষ্টার, বুকলেট, লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

**অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ**

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারি আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতদব্যতীত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ১ম শ্রেণির ০২টি ক্যাডার ও তৃতীয় শ্রেণির ০৬টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ০১টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে ১০৫ টি ক্যাডার ও ১৩১ টি নন-ক্যাডার পদসহ মোট ২৩৬টি পদ নতুন সৃজন করা হয়।

**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর | ডবষয় | ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১. | ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System (GRS) | ফোনঃ ৫৫৯২৮৪৫৪<br>মোবাইলঃ ০১৭১১৫২৭৮৬৫<br>ই-মেইলঃ shilawadudgp@gmail.com |
| ২. | ড. ফাতেমা ওয়াদুদ<br>উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫৯২৮৪৫৪<br>মোবাইলঃ ০১৭১১৫২৭৮৬৫<br>ই-মেইলঃ shilawadudgp@gmail.com |
| ৩. | জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন) | ইনোভেশন সংক্রান্ত | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৩৯১ |

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর | ডবষয় | ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| | পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) (যুগ্মসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ফোকাল পয়েন্ট | ই-মেইলঃ |
| ৪. | জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক<br>উপপরিচালক (উপসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭১৬২৫৫১৪৮<br>ই-মেইলঃ repon303@yahoo.com |
| ৫. | জনাব কিশোর কুমার সাহা<br>সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮<br>মোবাইলঃ ০১৯১১২৭৬৯৯৯<br>ই-মেইলঃ kishorjnu@yahoo.com |
| ৬. | মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮২১৫<br>মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০<br>ই-মেইলঃ programmer@dam.gov.bd |
| ৭. | নিখিল চন্দ্র দে<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কল্যাণ কর্মকর্তা | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ sayed.nandan@yahoo.com |
| ৮. | জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>সহকারী পরিচালক | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮<br>ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com |

# হিসাব শাখা

**হিসাব সংক্রান্ত:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

**আর্থিক বাজেট ২০২২-২৩ অর্থ বছরঃ টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবঃ**

| মূল বাজেট | সংশোধিত বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | সমর্পণ |
|---|---|---|---|
| ৪৬,৬৫,০০ | ৩৮,৩২,৭১ | ৩৪,৯৭,০৬ | ৩,৩৫,৬৫ |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচী):**

| ক্রমিক | বিবরণ | | |
|---|---|---|---|
| | | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
| ০১ | অনুন্নয়ন | ৪৬,৬৫,০০ | ৩৮,৩২,৭১ |
| ০২ | উন্নয়ন | ১,২৩,৫৫ | ৮৭,৮৩ |
| ০৩ | কর্মসূচী | ৩,১০ | ৩,১০ |
| | সর্বমোটঃ | ৪৭,৯১,৬৫ | ৩৯,২৩,৬৪ |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটঃ**

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট | ২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|---|
| (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় | | | | |
| ০১ | ৩১০০ | নগদ মঞ্জুরী ও বেতন | ৩০,৭৫,০০ | ২৫,৭৫,০০ |
| ০২ | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ১৪,৫০,০০ | ১১,৭৫,০০ |
| ০৩ | ৪১০০ | অ-আর্থিক | ১,৪০,০০ | ৮২,৭১ |
| | | | ৪৬,৬৫,০০ | ৩৮,৩২,৭১ |

# প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

**২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলী:**

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনহাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি -বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সমন্বয় করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা;
- বাংলাদেশ বেতারের কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ত্রৈমাসিক বিপণন সাময়িকী "কৃষি বিপণন বার্তা" প্রকাশ; এবং
- অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক কাজের সমন্বয় করা।

**সমন্বয় সভার আয়োজন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০২২-২০২২ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১১টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২০২২ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ২৪৭টি এবং ই-ফাইলে ৫৩টি পত্র জারী করা হয়েছে।

**দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:**

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্বশর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে অফিস ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন, নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, ই-ফাইলিং, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ডিপিপি প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি আইন- ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯, উত্তমা কৃষি চর্চা নীতিমালা (জিএপি), গ্লোবাল জিএপি, খসড়া কৃষি বিপণন নীতিমালা-২০২২, কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ ইতাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত ৭০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১২০ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## রপ্তানি উন্নয়ন শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্য রপ্তানিতে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'রপ্তানি উন্নয়ন' নামে নতুন একটি শাখা খোলা হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন শাখায় একজন উপপরিচালক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও দুইজন অফিস সহায়ক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে দুইজন সহকারী পরিচালক, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং একজন অফিস সহায়ক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন শাখা অর্থাৎ 'রপ্তানি উন্নয়ন' কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন নিয়ে জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের অন্যতম অনুঘটক। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন। যুগোপযোগী ও কার্যকর এ রোডম্যাপটি কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রসারে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নে বেশ কয়েকটি ওয়ার্কশপে আয়োজন করা হয় যেখানে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানিকারক (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সবার মতামত নিয়ে রোডম্যাপটি চূড়ান্ত করা হয়। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রণীত রপ্তানি রোডম্যাপটি মন্ত্রণালয়ে থেকে শুরু করে বিভিন গুরুত্বপূর্ণ মহলে সমাদৃত হয়েছে এবং যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কার্যকর উদ্যোগ বৈকি। কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়নের ফলে বিভিন্ন অংশীজনের জন্য (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, মধ্যস্বত্তভোগী, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশে উৎপাদিত আলুসহ অন্যান্য সবজি, আম, পান, পাটজাত দ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রচলিত কৃষিপণ্য যেমন- সুগন্ধী চাল, কাজু বাদাম, নারিকেলের খোল হতে চারকোল, আনারসের পাতার ফাইবার ইত্যাদি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। রপ্তানি বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অচিরেই কৃষিপণ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে 'রপ্তানি উন্নয়ন' শাখার উদ্যোগে এবং প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়' শাখার সহযোগিতায় রপ্তানি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় যেখানে অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন রপ্তানিকারক ব্যক্তি ও

প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রপ্তানি সহযোগিতার আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন শাখা কর্তৃক 'Agro Fresh Exports' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে Singapore একটি প্রতিষ্ঠানের (Q N Q ENTERPRISE PTE LTD) সাথে (লিংকেজ তৈরি করে তাদের কাছে ২৬ মেট্রিক টন ফ্রেশ আলু রপ্তানি করা সম্ভব হয়। জেলাভিত্তিক রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য ও রপ্তানিকারকদের ডেটা প্রস্তুতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সর্বোপরি, নতুন চালু হওয়া সত্ত্বেও 'রপ্তানি উন্নয়ন শাখা' কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুরো উদ্যম নিয়ে কাজ করছে যা ইতিবাচক ও প্রশংসার দাবিদার।

# বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা

**বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স-এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্র্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন ও বিধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচির আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি মুদ্রণালয় হতে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

**কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১:**

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 **এবং** The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

**প্রজ্ঞাপিত বাজার:**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং ধারায় দেশের যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষনা করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৯৭৭টি বাজার প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত নন ট্রাক্স রেভিনিউ আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক অধিকসংখ্যক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স-এর আওতাভূক্তকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

**বাজারকারবারীগণের লাইসেন্স সংখ্যা:** দেশে বিদ্যমান ৯৭৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে মোট বাজারকারবারীগণের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার

**রাজস্ব আদায়:**

বিদ্যমান আইনের আওতায় কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

**টেবিল-১:কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণি ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান:**

| ক্রমিক নং | ব্যবসার শ্রেণি | নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা) | নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা) | ভ্যাট (প্রযোজ্য হারে) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | হিমাগার | ১৫০০/- | ৮০০/- | |
| ২ | চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৩ | কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৪ | বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৫ | কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার | ১০০০/- | ৫০০/- | |
| ৬ | বেপারী, ফড়িয়া | ৩০০/- | ২০০/- | |
| ৭ | ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী | ১০০/- | ৫০/- | |

**টেবিল-২: রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ: (লক্ষ টাকায়)**

| বিভাগ | অর্থ বছর | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২৩ |
| ঢাকা | ৫০.৩৮ | ৬০.৯৬ | ৬৩.৮৭ | ৭৮.১৯ |
| চট্টগ্রাম | ৩১.৫৭ | ৩৪.৯৫ | ৪৩.৯৫ | ৫২.৭১ |
| সিলেট | ৭.১৫ | ৯.১২ | ৯.০৯ | ১০.১০ |
| রাজশাহী | ২২.৪৬ | ২৮.১৬ | ৩৪.০২ | ৪৫.৫০ |
| রংপুর | ৮.১৬ | ১০.৭৫ | ১২.০৩ | ১৪.২৩ |
| খুলনা | ১৯.৯৩ | ২৬.২৪ | ৩২.৭৩ | ৪৭.২৫ |
| বরিশাল | ১৪.৬৩ | ১৬.৩৫ | ১৪.৮৭ | ১৯.৫৮ |
| ময়মনসিংহ | - | - | ১২.৮১ | ১৩.৩৪ |
| মোট | ১৫৪.২৮ | ১৮৬.৪৮ | ২২৩.৩৭ | ২৮০.৯৩ |

**২০১৯ - ২০ হতে ২০২২ - ২৩ পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের লেখচিত্র:**

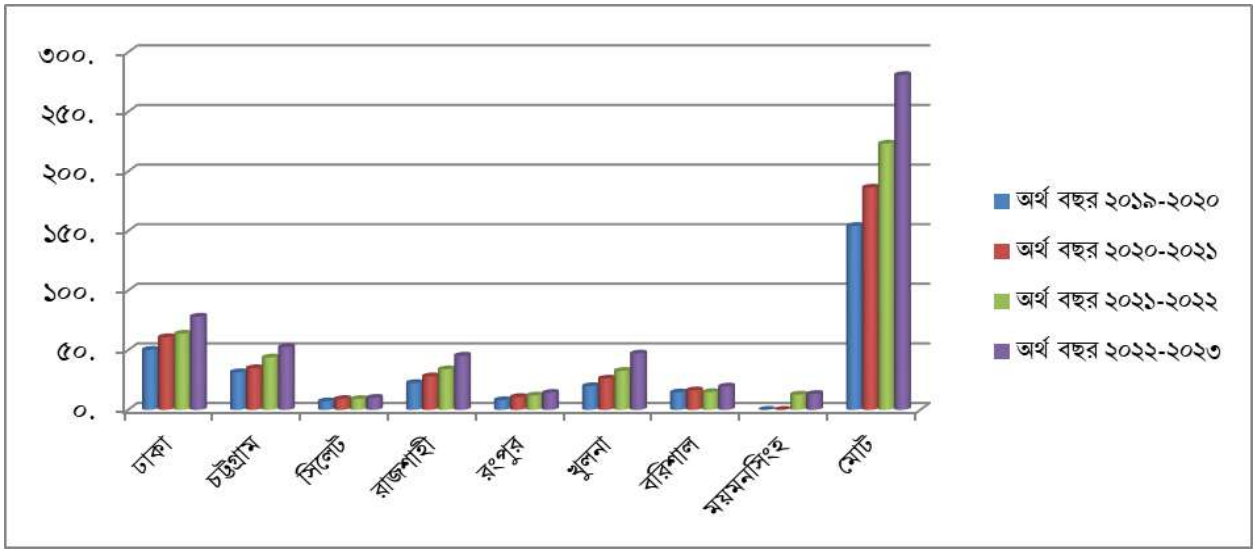

## ৫। জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ২০০ লক্ষ টাকা | | |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা | | |
| ০৫. | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাক-সবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।<br>কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ:<br>১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরী;<br>২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি;<br>৩) নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;<br>৪) নিরাপদ শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা;<br>৫) নিরাপদ শাক-সবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ; | | |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, নঁওগা, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়নমনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া এবং ঝিনাইদহ (২০টি জেলার জেলা সদর/ নির্বাচিত উপজেলা)। | | |
| কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | | : | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২৫.৫০ | ১৮.৩৫ (৭১.৯৬%) | ৬৮.৯৭% |

# আইসিটি সেল

**আইসিটি শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (মার্কেট ডিরেক্টরি ) প্রতি কর্মদিবসে ৩০টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজারদর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে।
- অনলাইন গ্রুপ-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরী সমস্যা ও অন্যান্য শাখা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টাল, বাজারদর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, কৃষি ব্যবসার অনলাইন প্লাটফর্ম এবং মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক বিপণন কার্যক্রম চালুকরণ এবং এ সব কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বহুল প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যভিত্তিক মুল্য প্রতিবদেন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামূলক বিবরণী, উপজেলাভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।
- Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture (MOA) কার্যক্রম এর আওতায় লাইসেন্স, ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগসহ নানাবিধ কার্মকান্ডের অটোমেশন ব্যবস্থা চালু চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- অনলাইনভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা।
- অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেব অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ওয়েবভিত্তিক সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।
- সকল সরকারি সেবা যেকোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- অধিদপ্তরের নাগরিক সেবার হালনাগাদকৃত তথ্য সারণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি (ইজিপি) চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।
- গুরুত্বপূর্ণ সকল অনলাইন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
- আইসিটি বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের সফটওয়্যার নির্মাণে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার (National e-Governance Architecture) ও e-Governance Interoperability Framework) অনুসরণ।
- জন সন্মুখে প্রকাশযোগ্য তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য Open Government Data পোর্টালে উন্মুক্তকরণ ও অন্য দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সদর দপ্তর ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর/হাজিরা চালুকরণ।
- ই-নথি ও ওয়েবপোর্টাল বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ই-এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিষয়ক ভিশন, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিখাতকে (ফসল উপখাত) এগিয়ে নিতে/গড়ে তুলতে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- কৃষি বিপণন সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সমন্বিত a2i ek pay Payment Gateway ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নে ইনোভেশন টীমকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে সকল ধরনের কারিগরী সহায়তা প্রদান।

## কৃষি বিপণন অনলাইন মার্কেট ডাইরেক্টরী প্লাটফর্ম বিষয়ক অগ্রগতি

**কৃষি বিপণন অনলাইন মার্কেট ডাইরেক্টরী প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য:**

মার্কেট ডাইরেক্টরী প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪ টি জেলা অফিস, ৪ টি উপজেলা অফিসের নিযুক্ত কর্মকর্তাগনের তত্ত্বাবধায়নে দৈনিক / সাপ্তাহিক বাজার মনিটরিংসহ সারা দেশের ২৭৯ টির বেশি খুচরা ও পাইকারী বাজারদর ডাটা আপলোড করা হচ্ছে। সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত বাজারদর ডাটাসমুহ প্রধান কার্যালয়ের গবেষনা ও আইসিটি শাখার মাধ্যমে ভেরিফিকেশন

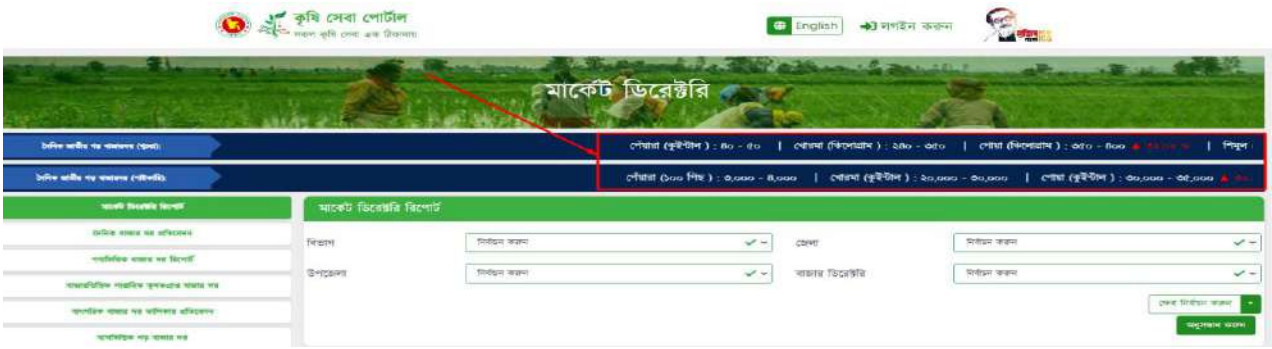


করা হয় তথ্য সঠিক সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। এই বিশাল তথ্যভান্ডারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

**এ ছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল:**

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের গুণগত মান পরিবীক্ষণ, মান নির্ধারণ ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- বিভাগ, জেলা,উপজেলা ভিত্তিক কৃষিজাত পন্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রয়োজনে রিপোর্ট বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থায় প্রেরন।
- জেলাভিত্তিক বাজারের দৈনিক, সাপ্তাহিক  কৃষিজাত পন্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশি ও বিদেশী সংস্থা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে গবেষনাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে ।
- বাজারদরের তথ্যভান্ডার বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গবেষণার কাজে ব্যবহার করে থাকে।
- পণ্যের খুচরা বাজার দরের তুলনামুলক বিবরণী প্রকাশ করা হয় যা কৃষি মন্ত্রনালয়সহ বানিজ্য মন্ত্রনালয়, খাদ্য অধিদপ্তর আরোও অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে।
- বিভাগ,জেলা,উপজেলা ভিত্তিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, কৃষক প্রাপ্ত এবং যোক্তিক বাজাদর প্রকাশের ফলে সাধারণ জনগণ প্রতিটি পণ্যের সঠিক তথ্য এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।
- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
- উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে  কৃষি ব্যবসায় মধ্যস্থকারবারির ভুমিকা হ্রাস করা।

## কৃষি বিপণন অনলাইন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ক্লিয়ারেন্স এবং সার্টিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্লাটফর্ম বিষয়ক অগ্রগতি

**কৃষি বিপণন অনলাইন অনলাইন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ক্লিয়ারেন্স এবং সার্টিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য:** অনলাইন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ক্লিয়ারেন্স এবং সার্টিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮ টি জেলা অফিস হতে অনলাইনে লাইসেন্সের প্রক্রিয়া পাইলটেং সিস্টেমে চলমান রয়েছে। বর্তমানে ১৮৫৮ টি অনলাইন লাইসেন্স সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার এবং বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ত্রুতি-বিচ্যুতি সংশোধন পেক্ষিতে বাকি জেলাসমূহের অনলাইন লাইসেন্স প্রক্রিয়া এই মাস হতে শুরু করা হবে । এই অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে কৃষি বিপণন লাইসেন্স সেবাটি সহজীকরন হয়েছে এবং সরকারি অর্থ আদায়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

**এ ছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল:**

- লাইসেন্স অনলাইন করণের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লাইসেন্স কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেক সহজকরন হয়েছে। গতি প্রথমাবস্থায় কম হলেও পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিস্টেমটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া দিবে বলে অধিদপ্তর আশা করে।
- পাইলটিং আকারে অনলাইন সিস্টেমটি শুরু করার সময়কালীন বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ছাড়াও বেশ কিছু আপডেটেট কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কারণে অনলাইন লাইসেন্সিং কিছু ধীর গতি ছিল কিন্তু বর্তমানে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সিস্টেমটি অনলাইন হওয়ায় কৃষক,ব্যবসায়ী,উদ্যোক্তাগণ ঘরে বসে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারে যার ফলশ্রুতিতে সময় ও খরচ পূর্বের তুলনায় অনেক কমে হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিণির্মানে উক্ত সিস্টেমটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে অধিদপ্তর মনে করে।

# কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

**কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য:**

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা অনলাইনকরণের নিমিত্তে **"স্মার্ট কৃষি মার্কেট সিস্টেম"** নামে একটি সফটওয়্যার( ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ) তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

**কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য:**

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে কৃষক, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে একটিমাত্র প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

**এ ছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল:**

- কৃষকের সাথে পাইকারী, আড়ৎদার, রপ্তানীকারক, সুপারশপ; পাইকারী বিক্রেতার সাথে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচরা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সাথে ভোক্তার বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা এবং দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
- উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায় মধ্যস্থকারবারির ভুমিকা হ্রাস করা।

**কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্মের বাজারের ধরণ:**

| | কৃষকের বাজার | পাইকারী বাজার | খুচরা বাজার |
|---|---|---|---|
| **বিক্রেতা** | বৃহৎ কৃষক, কৃষক বিপণন দল, বিভিন্ন এনজিও ও প্রকল্পভূক্ত কৃষক | মধ্যম কৃষক, কৃষক বিপণন দল, বিভিন্ন এনজিও ও প্রকল্পভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকারী ক্রেতা, আড়ৎদার) | ক্ষুদ্র কৃষক, খুচরা বিক্রেতা, অনলাইন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ক্রেতা** | কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকারী ক্রেতা, আড়ৎদার) রপ্তানীকারক, সুপারশপ ও অন্যান্য | খুচরা ব্যবসায়ী, সুপারশপ, হাসপাতাল, রেস্তোরা ও অন্যান্য | ভোক্তা |

**কৃষকের বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ কৃষকগণের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে পারবে।
- পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে।
- কৃষকগণ দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবে।
- পণ্যের গ্রেড অনুযায়ী পন্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।
- কৃষকের বাজারে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণ কৃষিপণ্য দেশব্যাপী কেনা বেচা হবে।

**পাইকারী বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- পাইকারী কিংবা আড়ৎদার খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য বিক্রি করতে পারবে।
- নিজ জেলা কিংবা নিজ এলাকায় পাইকারী বাজারে কৃষিপণ্য কেনাবেচা করা যাবে।
- কৃষকের বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম এবং খুচরা বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি পণ্য ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে পারবে।
- ক্রেতার সাথে দরকষাকষির সুযোগ থাকবে।

**খুচরা বাজারের বৈশিষ্ট্য:**

- খুচরা বিক্রেতা বা অনলাইন উদ্যোক্তাগণ ভোক্তার নিকট সরাসরি তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবে।
- নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে অনলাইনে কৃষিপণ্য বিক্রির সুবিধা পাবে।
- পঁচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে নিজ এলাকা এবং অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে নিজ এলাকার বাইরে বিপণন করতে পারবে।
- খুচরা বাজারে নারী উদ্যোক্তা বিশেষ করে যারা নিজ গৃহে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন, তাদের জন্য থাকবে নারী কর্ণার।
- ইভেন্ট তৈরীর মাধ্যমে অনলাইন মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে।
- ক্রেতার সাথে দরকষাকষির সুযোগ থাকবে।
- খুচরা বাজারে উদ্যোক্তাগণ ডিসকাউন্ট অফার, ক্যাশ ব্যাক অফারসহ নানা ধরনের আকর্ষনীয় অফার প্রদান করতে পারবে।
- পন্যভিত্তিক প্রমোশনের সুযোগ থাকবে।

**স্মার্ট কৃষি মার্কেট সিস্টেম প্লাটফর্মে যে সকল কৃষিপণ্যের বিপণন করা যাবে:**

সকল ধরণের কষিপণ্য, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি। এছাড়া মাছ, নদী হাওর বিল এর মাছ, ড্রাই ফুড, প্রসেসড মুরগী, রেডি টু কুক ফিস, প্রসেসড মিট, ডিম, দুধ,, দেশী শুটকি, ঘি, মধু, দই, মিষ্টি, মশলা, প্রসেসড মশলা, খাদ্যশস্য, প্রসেসড ফুড, তৈরীকৃত খাবার, পিঠা, সরিষার তেল, এলাকা ভিত্তিক প্রসিদ্ধ পণ্য, সামুদ্রিক মাছ ও শুটকী, মৌসুমী ফল, দেশী ও অন্যান্য ফল, হোমমেড আচার, মাশরুম, প্রসেসড মাশরুম, রেডি টু কুক মাশরুম, ফ্রেশকাট শাকসবজি, রেডি টু কুক আইটেম, রেডি টু ইট আইটেমফুল, নার্সারী আইটেম, মনোহারী সামগ্রী ইত্যাদি।

**দরকষাকষির পদ্ধতি:**

- দুই পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল নাম্বার, ম্যাসেঞ্জার, কমেন্ট রিপ্লাই অপশন চালু থাকবে।
- জেলার কৃষি বিপণন কর্মকর্তা বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা দরকষাকষি ও বাজার সংযোগ তৈরীতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

**পেমেন্ট পদ্ধতি:**

- সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এটুআই একপে-এর মাধ্যমে দুই পক্ষের লেনদেন হবে।
- লেনদেনের অর্থ অগ্রীম পরিশোধ করতে হবে। (ই কমার্স নীতিমালা)
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তহবিলে জমা থাকবে।

- পন্য ডেলিভারীর পর প্রাপকের নিকট অর্থ প্রেরণ করা হবে।

**পরিবহন ও ডেলিভারী পদ্ধতি:**

- কৃষকের বাজার এবং পাইকারী বাজারের ক্ষেত্রে পরিবহণ-এর ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারী ট্রাক এজেন্সিগুলোর ইন্ট্রিগ্রেশন এর ব্যবস্থা থাকবে।
- খুচরা বাজারের ক্ষেত্রে কুরিয়ার এবং বেসরকারী ডেলিভারী এজেন্সির মাধ্যমে পণ্য ডেলিভারীর ব্যবস্থা থাকবে।

**ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ:**

- কৃষকের বাজার ও পাইকারী বাজারের ক্ষেত্রে ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- খুচরা বাজারের ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ খুচরা বিক্রেতা ও অনলাইন বিক্রেতা ও ক্রেতাগণ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।
- নিজ জেলা এবং নিজ জেলার বাইরে আলাদা-আলাদাভাবে ডেলিভারী চার্জ নির্ধারিত হবে।
- কোনো খুচরা বিক্রেতা চাইলে বিশেষ-বিশেষ পণ্যের ওজন ভিত্তিক ডেলিভারী ও প্যাকেজিং চার্জ নির্ধারণ করতে পারবে।

**অভিযোগ ও নিষ্পত্তি:**

- সদাই প্লাটফর্মের কল সেন্টারের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা।
- কল ফরওয়ার্ডিং-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধির সাথে যোগোযোগ।
- একটি হেল্পলাইন নাম্বার থাকবে।
- এসএমএম-এর মাধ্যমে প্লাটফর্মের তথ্যের পাশাপাশি সকল প্রকার বিপণন তথ্য প্রদান করা হবে।
- প্লাটফর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির ও অন্যান্য সেবার ট্র্যাকিং থাকবে।

**অনলাইন প্লাটফর্মের ফিচারসমূহ:**

- ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে বিপণন।
- প্লাটফর্ম-এর ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা। তবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার অপশন থাকবে।
- নিজ নামে কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির সুযোগ।
- প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা-আলাদা প্যানেল।
- নিজ প্যানেল থেকে যাবতীয় ব্যবসায়িক কার্যক্রম মনিটরিং, পণ্যের ট্র্যাকিং, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।
- স্বাধীনভাবে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ।
- পণ্যের মূল্য পরিবর্তন, অর্ডার বাতিল, স্টক ব্যবস্থাপনা।
- সকল ধরণের অটো জেনারেটেড রিপোর্ট।
- ভোক্তাগণ এক এলাকায় অবস্থান করে অন্য এলাকায় পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পাবেন।
- ক্রেতা বিক্রেতার কল করা ও চ্যাটিং সুবিধা।
- অটো জেনারেটেড ভাউচার।
- পৃথক-পৃথক প্যানেলের জন্য পৃথক-পৃথক ড্যাশবোর্ড।
- সার্চ, ফিল্টার ও সর্টিং-এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন কিংবা খুচরা বিক্রেতা ও উদ্যোক্তাগণের স্টোর ও পণ্য খুঁজে বের করার সুবিধা।
- ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের পারস্পরিক রেটিং সুবিধা প্রদানের স্বাধীনতা।
- বিভিন্ন পণ্যের স্ট্যাটিক ছবির বাইরে উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব ছবি আপলোড করার মাধ্যমে পণ্য বিপণন করার সুবিধা।
- কোনো প্রকার কমিশন ও চার্জ ছাড়াই এই প্লাটফর্মে কেনা-বেচার সুযোগ।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা:**

- কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও উদ্যোক্তার যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং।
- সকল কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।

- ভেজাল পণ্য বিপণনে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, ই-কমার্স নীতিমালা-২০২১, ভোক্তা-অধিকার-সংরক্ষণ-আইন-২০০৯-এর প্রয়োগ।
- উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল।

**কেন এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করবে?**

- এক প্লাটফর্মে সকল ধরণের ক্রেতা, বিক্রেতার উপস্থিতি।
- কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য উন্মুক্ত বাজারে বিক্রির সুযোগ পাবে।
- অনলাইন এই প্লাটফর্মে উন্মুক্ত কেনা-বেচার দরুন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সৃষ্টি হবে।
- অনলাইন বিপণনে সকল প্রকার আর্থিক ও পণ্যের প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকা।
- তরুনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- সার্চ, ফিল্টার ও সর্টিং-এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা বিক্রেতা সহজে খুঁজে বের করা।

**এই প্লাটফর্মে আরও যে সকল তথ্য থাকবে:**

- সকল প্রকার কৃষিপণ্যের বিভিন্ন সময়ের আঞ্চলিক বাজার দর।
- কৃষক, পাইকারী, আড়ৎদার, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুপারশপ ও অনলাইন কৃষি উদ্যোক্তাগণের শক্তিশালী ডেটাবেজ।
- মার্কেট ডিরেক্টরী।
- সকল প্রকার লেনদেনের তথ্য।

**নিবন্ধন পদ্ধতি:**

# বিক্রেতার নিবন্ধন পদ্ধতি

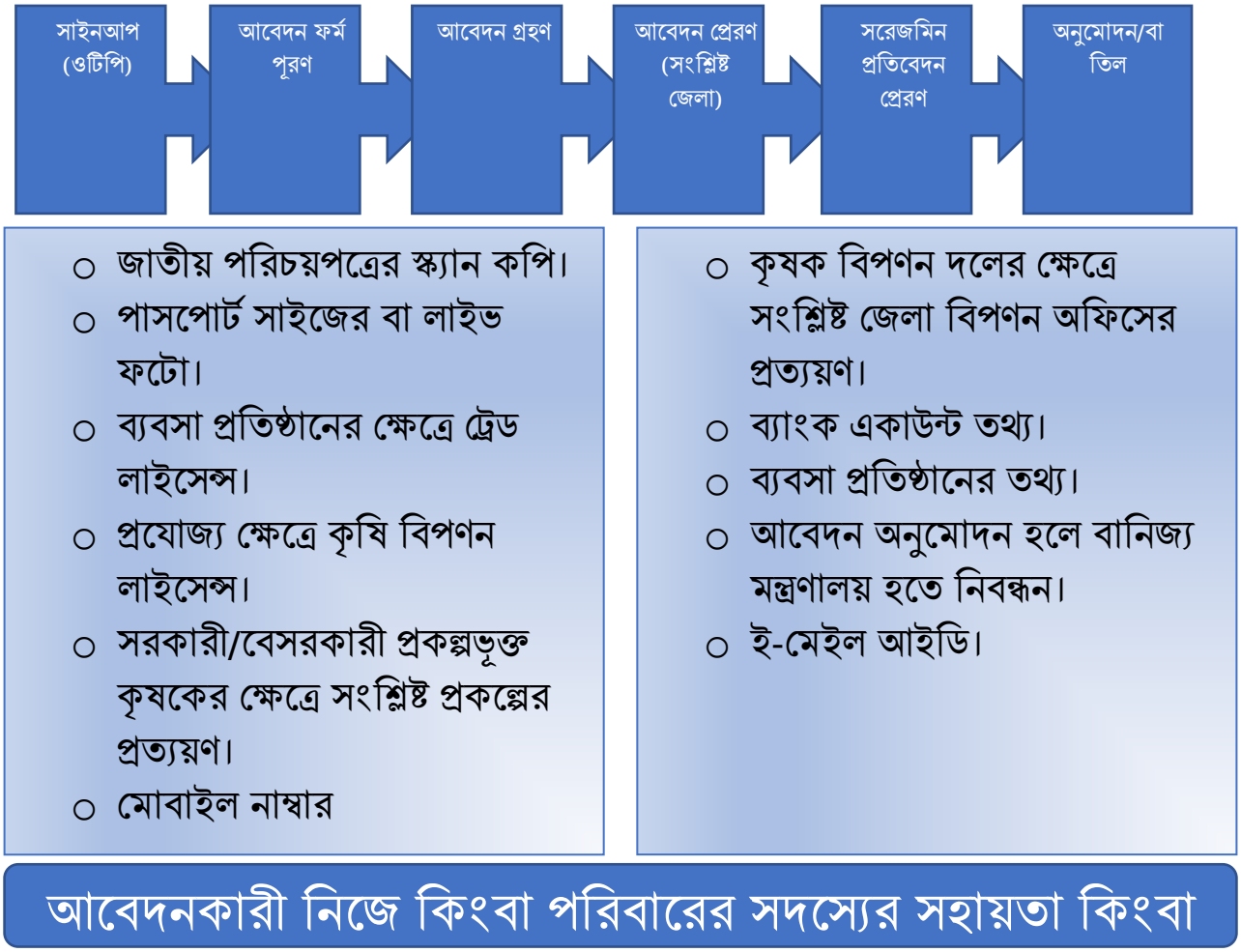


## কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা

**কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

**পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা মার্কেট):**

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন **"কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের"** আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল,

কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। **''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ''** প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্যের ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

**বাজারের অবস্থান ও ধরণ:**

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্মৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

| জেলার নাম | বাজারের সংখ্যা | বাজারের সংখ্যা | | | | বাজারের ক্যাটাগরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রোয়ার্স | পাইকারী | সেন্ট্রাল মার্কেট | মোট | |
| ১ | শেরপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ২ | বরিশাল | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৩ | যশোর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৪ | হবিগঞ্জ | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৫ | দিনাজপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৬ | নোয়াখালী | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৭ | ঢাকা | - | - | ০১টি | ০১টি | এনসিডিপি বাজার |
| ৮ | রাজশাহী | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ৯ | রংপুর | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১০ | বগুড়া | ০৩টি | ০১টি | - | ০৪টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১১ | দিনাজপুর | ০৮টি | ০১টি | - | ০৯টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১২ | পাবনা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৩ | সিরাজগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৪ | পঞ্চগড় | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৫ | নীলাফামারী | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৬ | নওগাঁ | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৭ | লালমনিরহাট | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৮ | নাটোর | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৯ | ঠাকুরগাঁও | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২১ | গাইবান্ধা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২২ | কুড়িগ্রাম | ০১টি | - | - | ০১টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২৩ | জয়পুরহাট | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| **সর্বমোট** | | **৬০টি** | **২১টি** | **০১টি** | **৮২টি** | |

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি:

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা:

| বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা | পাবা বাজার | এনসিডিপি বাজার |
|---|---|---|
| ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম | ০৬টি | - |
| ৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার | - | ০৭টি |
| দোকান/স্টল | ১৪৪টি | - |
| ওপেন স্পেস (সাধারণ) | - | ৬২০টি |
| ওপেন স্পেস (এফএমজি) | - | ৭২৮টি |
| মহিলা কর্ণার | - | ২৯৫টি |
| শেড | ১৮টি | - |
| কসাই খানা | ০৬টি | - |
| অফিস/ট্রেনিং রুম | ০৬টি | ৭৫টি |

**বাজার পরিচালনা পদ্ধতি:**

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা /পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

**বাজারের আয়-ব্যয়:**

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী

স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়ের হিসাব:** **(লক্ষ টাকায়)**

| বাজারের ক্যাটাগরি | বাজারের সংখ্যা | জুলাই/২০২২ থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত আয় (টাকা) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মোট আয় | সরকারি কোষাগারে জমা | বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির একাউন্টে জমাদান |
| পাবা বাজার | ৬টি | ৪.০৭৩ লক্ষ (প্রায়) | ৩.০৫৫ লক্ষ (প্রায়) | ১.৮৪৪ লক্ষ (প্রায়) |
| এনসিডিপি বাজার | ৭৫টি | ২১.৪৫ লক্ষ (প্রায়) | ১০.৭২ লক্ষ (প্রায়) | ১০.৭২ লক্ষ (প্রায়) |
| মোট | ৮১টি | ২৫.৫২লক্ষ (প্রায়) | ১২.৭৬ লক্ষ (প্রায়) | ১২.৭৬ লক্ষ (প্রায়) |

# আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

আমাদের দেশের কৃষকগণ বিপণন বিষয়টিকে অন্যতম একটি সমস্যা মনে করে। তারা এ সমস্যাকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপণ্য ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব ও কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর বিপরীতে তারা সম্ভাব্য কোনো সমাধান পায় না। সফল বিপণন ব্যবস্থার জন্য নিত্য নতুন দক্ষতা, টেকনিক এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জনবল, প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকা ইত্যাদির কারণে আশানুরূপ ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তথাপি করোনা মহামারির সময়েও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মস্থলের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় তন্মধ্যে ১০টিতে জনবলসহ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথাঃ

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর):**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী'র (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডাল-কলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

**১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা :**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২৩ জন কৃষক, কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ

কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'মৌসুমী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক' ও 'বাজার সংযোগ সৃষ্টি বিষয়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. বাজার সংযোগ সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২. মৌসুমী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও উদ্যোক্তা

**৩. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন বিষয়ক', 'সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' ও 'কৃষি বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২. রাজশাহীতে 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও বিপণন' বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য

**৪. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভ্যালু চেইন', প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (গ্রেডিং, সর্টিং ও প্যাকেজিং) ও বাজার সংযোগ ও 'উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণন কৌশল' ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভ্যালু চেইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সাতক্ষীরা)

২. প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (গ্রেডিং, সর্টিং ও প্যাকেজিং) ও বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**<u>আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী):</u>**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে খুলনায় অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের;
- ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে;
- প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

**৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল', 'সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক কলাকৌশল' ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও বিপণন ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২. কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন' ও 'কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন উন্নয়ন' এবং 'কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্যরা

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুরে 'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৭. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার প্রসার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি' এবং'ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপায় এবং বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লায়‘ কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ প্রশিক্ষণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**৮. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও ভ্যালু চেইন’ ও ‘কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ক’ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী কর্তৃক কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও ভ্যালুচেইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নরসিংদী প্রসেসিং সেন্টারে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

**<u>আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (পঞ্চগড় ও মাগুরা)</u>**

- সমাপ্ত ‘শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম’ (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রুপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে কারিগরি ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ১টি ও ১৯৯১-৯২ সালে মাগুরা জেলায় ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন এবং ভবনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- প্রায় ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন পঞ্চগড় কেন্দ্রটিতে আর মাগুরা কেন্দ্রটিতে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরি আছে এবং এতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা আছে।

**৯. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড় কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৭০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক' ও শস্য জমা ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক' কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড়  ২. কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ

**১০. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ' এবং 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাগুরাতে সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ  ২. মাগুরায় কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক

**১১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা (অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার)**

- সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরি;

- মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম আছে;
- এক পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

**ঙ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

# বিভাগের কার্যক্রম

## ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগ বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের অন্যতম। এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত। ১৩ টি জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ গঠিত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগের কার্যক্রম আওতাধীন ১৩ টি জেলা ও ২ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সদ্য নবনির্মিত ফুলের পাইকারী বাজার ও সাভারের প্রসেসিং সেন্টার এর আওতাধীন রয়েছে। ১৩ টি জেলায় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট সাংগাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১০০ টি পদের বিপরীতে ৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে যাদের মাধ্যমে এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৩ টি জেলা থেকে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরোজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইপূর্বক সংগ্রহ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। এর ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তাগণ প্রতিদিন বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানীকারক ও ব্যবসায়ী সম্মতিসমূহের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপন্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্পসারণ, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মুল্য ও যৌক্তিক মুল্য নির্ধারন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এই অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষিপন্যের উপযুক্ত মুল্য নিশ্চিতকরণ, মুল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজালরোধ ও কেমিক্যালযুক্ত পন্য বিক্রয় রোধে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২৩৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন।

**কৃষকের বাজারঃ**

সবজি উৎপাদনের ভরা মৌসুমে কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত পন্যের সঠিক মুল্য পাচ্ছেন না। অপরদিকে, উত্তম কৃষি চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে নিরাপদ সবজি উৎপাদন হলেও উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থা না থাকার কারনে কৃষকগণ নিরাপদ সবজির সঠিক মুল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। পক্ষান্তরে ভোক্তাগণও নিরাপদ সবজি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃক সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিও , ঢাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি কৃষকের বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজারটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কৃষকের এই অস্থায়ী বাজারকে একটি স্থায়ী কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের " Farmers Market-Safe Horticulture Crop Production in Peri-Urban Areas and Marketing in Dhaka Cities to Mitigate the Covid-19 Crisis" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিউট (BJRI) কর্তৃক হস্তান্তরকৃত জমিতে গার্ড রুম ও ওয়াশিং সুবিধাসহ একটি আধুনিক কৃষকের বাজার নির্মান করা হয়েছে। বাজারে দোকান সংখ্যা ৩৪টি। গত ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কৃষকের বাজারের স্থায়ী অবকাঠামো উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। কৃষি বিপণনের মহাপরিচালক মো. মাসুদ করিমের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামান ও এফএও'র প্রতিনিধি নুর খন্দকার প্রমুখ। উদ্বোধনের পর নরসিংদীর বেলাবো, মানিকগঞ্জের সিংড়া, সভারসহ ঢাকার আশপাশের তালিকাভুক্ত কৃষকরা সবজি বিক্রি শুরু করেছেন।

**গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজারঃ**

সমাপ্ত"বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে ফুলের একটি পাইকারী বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে। নির্মিত ফুলের পাইকারী বাজারে ফুল প্যাকেজিং,প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা আছে। দেশের ফুল চাষী ও ব্যবসায়ীগণ এই বাজারের সুবিধা নিয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ফুল ব্যবসাকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রধান প্রধান (মানিকগঞ্জ,যশোর,ঝিনাইদহ,সাতক্ষীরা ও চুয়াডাংগা) ফুল উৎপাদন এলাকায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২খ্রি.পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭৮৪,১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারন এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব আব্দুর রাজ্জাক, গাবতলীতে ফুলের পাইকারী বাজারটি চাষী, ফুল ব্যবসায়ী ও সর্বসাধারণের জন্য উদ্বোধনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করেন। এই বাজারটি সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের।

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভাগ, বিভাগের আওতাধীন দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলাসমূহের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষি পন্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩০০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া নরসিংদী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ জন কৃষক কে কারিগরি সুবিধা সহকারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

**লিফলেট বিতরণঃ**

বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের নিজেদের অধিকার সচেতন করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্বয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১৭২২ টি লিফলেট বিতরণ করেছে।

**শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ১২ টি জেলায় বিদ্যমান ২০ টি (১৭ টি চালু) গুদামের মাধ্যমে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৬৭ জন কৃষকের ৫২৪.৪০ মেট্রিকটন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে কোন ঋণ বিতরণ করা হয় নাই। উক্ত সময়ে ১৪০ জন কৃষক/ কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মোট ৩০১৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ৯,৩৪৫ টি । লাইসেন্স ফি বাবদ মোট আদায় ৭৮.১৮/- (লক্ষ টাকায়) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লায়সেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরে আব্যাহত আছে।

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২৩৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**বাজার সংযোগ সুবিধা কার্যক্রমঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহ থেকে মোট ৫৩ জন কৃষক/ কৃষি উদোক্তাকে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় বাজারে সংযোগ করিয়ে দেন।

**শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠন পুর্বক ৪ টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের
সাথে ২ টি সভা ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়া হয়।

**কর্ম পরিবেশ উন্নয়নঃ** বিভাগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সে লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অফিস ভবন মেরামত ও রংকরনের কাজ করা হয়।

## খুলনা বিভাগ

বাজার মনিটরিং কাযক্রমঃ সরকারকে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মুল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তাবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ, ক্যামিলেকযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহাযোগিতায় ২৬১টি ভ্রাম্যমান আদালতে সংশগ্রহণ করেছেন।

লাইসেন্সে ইস্যু ও নবায়নঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ হতে কৃপিণ্যের হিমাগার, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্ট সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি পিবণন আইন ২০১৮ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ১০ (দশ)টি জেলায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ১৭৭৫ (একহাজার সাতশত পঁচাত্তর)টি নতুন লাইসেন্স এবং নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা ৬৬১৩ (ছয়হাজার ছয়শত তের)টি এবং রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪৬,৯৯,৫৩০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত ত্রিশ) টাকা ।

মোবাইল কোর্টঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এই বিভাগের আওতাধীন ২৬১ (দুইশত একষট্টি) টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মধ্যে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৬,০৬,৪০০.০০ ( ছাব্বিশ লক্ষ ছয়হাজার চারশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
ফুল এসম্বল সেন্টারঃ ঝিনাইদহ জেলার বালিয়াডাঙ্গা এবং যশোর জেরার গদখালী এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবণনগরে ফুল এসম্বর সেন্টার ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবেএর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

মহাপরিচালক মহোদয়ের থেকে উপপরিচালক খুলনা এর শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ

ঝিনাইদহ জেলার কৃষি বিপণন ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টারের জন্য প্রস্তাবিত জমি

পরিদর্শন।

সাতক্ষীরা জেলার নির্মানাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন।

প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার জনাব জিল্লুর রহমান চৌধুরী স্যার এর- উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা তে মতবিনিময় সভা।

প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার জনাব জিল্লুর রহমান চৌধুরী স্যার এর- উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রসেসিং সেন্টার পরিদর্শন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার মহোদয় কর্তৃক খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সফল উদ্যোক্তার বাগান পরিদর্শন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আলী আকবর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চেচুড়ি গ্রামের কৃষকের বাজার পরিদর্শন কালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে তরমুজের বাজার সংযোগ এবং সুষ্ঠু বিপণন বিষয়ক আলোচনানায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব সিফাত মেহনাজ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত  ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে খুলনায় জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন

ফসল সংরক্ষণের জন্য খুলনায়  মোঃ মোকসেদ আলী ফকির এর বাড়িতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ

কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী খুলনা জেলার ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খুলনা কর্তৃক খুলনার সার , বীজ ও বালাইনাশকের ফুলেল বাজার মনিটরিং

**পোলেরহাট বাজারের এসেম্বল সেন্টার:**

**চুনখোলা বাজারের এসেম্বল সেন্টারঃ**

জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনায় ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এর সহযোগিতায় ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃ প্রাঃ) ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়,বাজার মূল্য সহনীয় রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য তালিকা সম্বলিত প্রদর্শনী বোর্ড সদর বাজার সহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারের দর্শনীয় স্থানে স্থাপনের সময় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দাঃ প্রাঃ) এর মূল্য তালিকা বোর্ড এর পাশে দাড়ানো ছবি।

## বরিশাল বিভাগ

**পটভূমি**: বাংলার ভেনিস হিসেবে পরিচিত বরিশাল বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিনে অবস্থিত। প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, শস্য, ও মৎস্য প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই জনপদ বৈদেশিক বণিকদের কাছে পরিচিত ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নামে। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট। প্রাচুর্যময় নানা জমিদারি স্থাপনার চিহ্ন বহনকারী এ অঞ্চল ০৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত । ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ, নদী, দর্শনীয় স্থান ও সমুদ্রের কোলঘেষা পর্যটন কেন্দ্র সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃত যেন তার আপন হাতে সাজিয়েছে এ অঞ্চলকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর , ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা ও শস্য গুদামের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে বিস্তৃত । প্রতিদিন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন বাজার সমূহে সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক বাজারদর ও সাপ্তাহীক বুলেটিন অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন । এ ছাড়া কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরন, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তগণকে উদ্বুদ্ধ করণ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায়

সর্বমোট ৬০ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

চিত্র: সচিব মহোদয় বরিশাল আগমণ উপলক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশালের পক্ষ্ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ০৬ টি জেলার প্রধান বাজারসমূহের কৃষিপণ্যের ০৬ টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে এবং বিভিন্ন দোকানসমূহে মূল্য তালিকায় নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

চিত্র: মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কাজে সহায়তা করছেন উপপরিচালক মহোদয় এবং সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, বরিশাল।

**বাজার সংযোগ স্থাপনঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে  পিঁয়াজ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের মধ্যে পিঁয়াজ পৌছে দেয়া ও সরাসরি পিঁয়াজ ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং পিঁয়াজ পরিবহনের সুবিধার জন্য পিঁয়াজ পরিবহনকারী ট্রাক ও ট্রলারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার লাগানো হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময় ভোক্তারা যাহাতে সহনীয় মূল্যে চাল ক্রয় করতে পারে তার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের আওতাধিন ০৬টি জেলার বাজার কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পিঁয়াজ বাজার মনিটরিং করেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠী জেলায় বর্তমানে ০১ টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৪ জন কৃষকের ৯.৬০ টস খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ৬,০০০.০০ (ছয় হাজার ) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৬০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**পাইকারী বাজার অবোকাঠামোঃ**

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪ টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৭৫,৯২৫.০০(পঁচাত্তর হাজার নয়শত পঁচিশ ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৩৮ টি বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। ১২০ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষি পণ্য সংগ্রহত্তোর সটিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪৬ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা কর্তৃক বরিশাল জেলায় আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।

**লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্যঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৪৫৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩২৫৬ টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২০,৮৩,১০০.০০ (বিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশত) টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কাযক্রম অব্যাহত রয়েছে।

**মেলায় অংশগ্রহণঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষি পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঝালকাঠি জেলা কর্তৃক ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অংশগ্রহণ।

**<u>অভিযোগ বাক্স স্থাপনঃ</u>**

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে দৃশ্যমান স্থানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয় এবং অনুসরনে বিভাগারের আওতাধীন অন্যান্য জেলা সমূহেও অনুরুপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

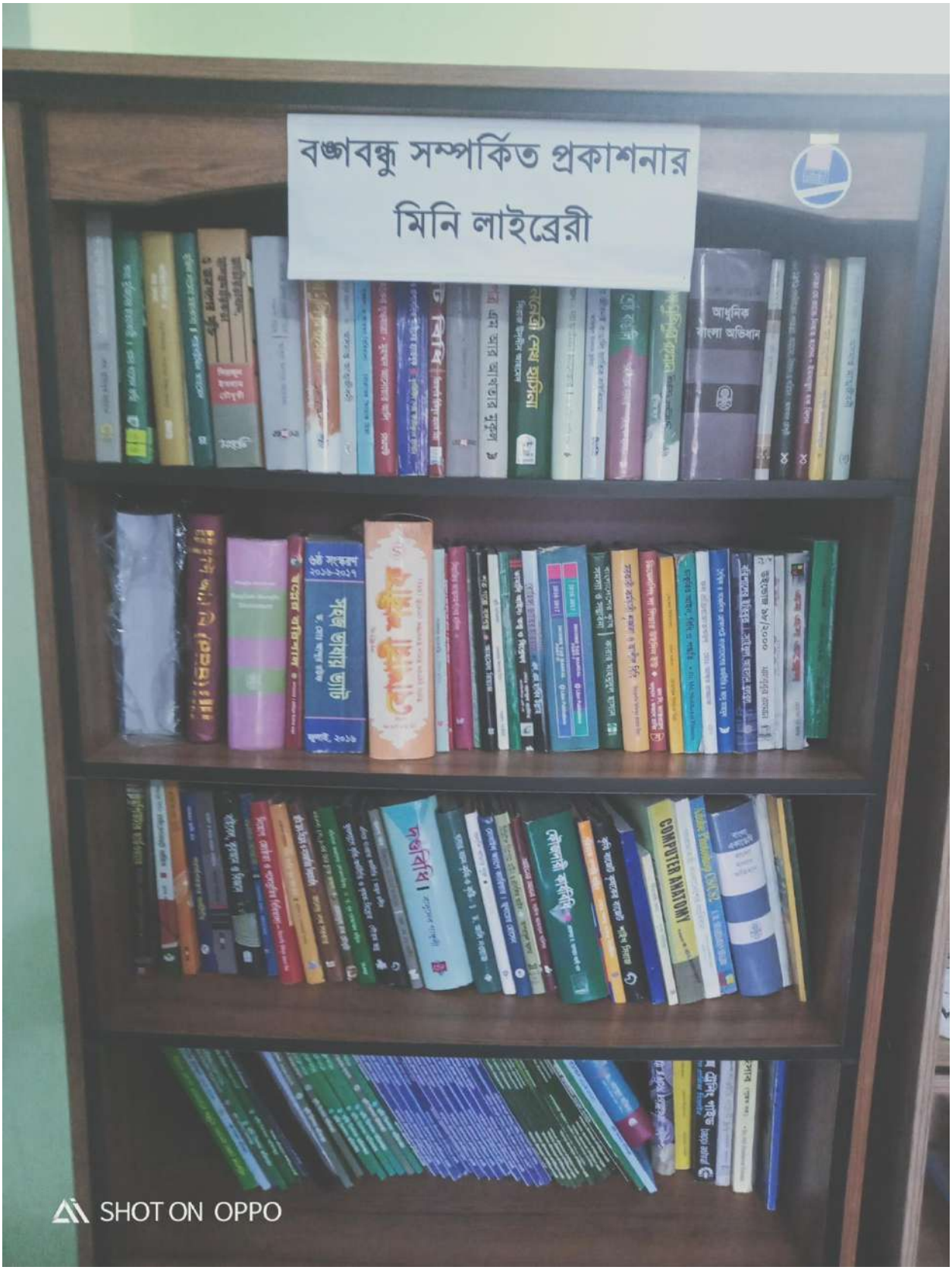
বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রকাশনার
মিনি লাইব্রেরী
আধুনিক বাংলা অভিধান
COMPUTER ANATOMY
SHOT ON OPPO

# রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ উত্তরাঞ্চলের একটি অন্যতম কৃষি প্রধান এলাকা। রংপুর,দিনাজপুর,গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও,নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ বিভাগের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। রংপুর বিভাগের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন,গুদামে শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রদান,প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারণার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগে অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১১জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন কর্মচারী আন্তরিকতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং বাজার সংযোগ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ২২-২৩ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের  সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইন অনুযায়ী ৫০ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৯৪১০০/- (চুরানব্বই হাজার একশত টাকা) জরিমানা করা হয়। এ আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নসহ পণ্যের কৃত্তিম সংকট রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিভাগের ০৮টি জেলার প্রধান বাজারসমূহে ১০ টি করে মধ্যম সাইজের মূল্য তালিকা বোর্ড দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০ টি করে ছোট সাইজের মূল্য তালিকা বোর্ড বাজরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে । যার ফলে ক্রেতা সাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন এবং অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বাজার কারবারীদের অযাচিত মূল্য  বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ী,কৃষক ও ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩০০০০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রমঃ**

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় এনসিডিপি ও পাবা প্রকল্পের মাধ্যমে এ বিভাগে মোট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ১টি পাবা মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত মার্কেট হতে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ৮,০৬৩,৯৬ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে ।

**কৃষক বাজারঃ**''জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচী''হতে (২০২১-২০২২) অর্থ বছরে বিভাগে ০৪টি কৃষকের বাজার  নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৪টি বাজারের মাধ্যমে কৃষক সরাসরি তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট দর কষাকষির মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ পাবে। রপ্তানীকারক ও ব্যবসায়ীদের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হবে। ফলে চাষীরা উপকৃত হবেন।

**বিপণন সেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ**

রংপুর অঞ্চলের বিখ্যাত হারিভাঙ্গা আমের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ বছর আম সংগ্রহকালীন সময়ের পূর্বেই জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। সেই সাথে আম বাজারজাতকরণের তারিখ ২০-০৬-২৩ ইং নির্ধারণ করা হয়।নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই যেন অপরিপক্ক আম বাজারজাত না করা হয় সে লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌড়াত্ম্য হ্রাস কল্পে এ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নগরীর মিঠাপুকুর উপজেলার পদাগঞ্জ এলাকায় হাড়িভাঙ্গা আম বিপণন কার্যক্রম  সংক্রান্ত বিষয়ে অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করা হয় । যা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ডিজিটাল মার্কেট প্লেস ''সদাই''এ্যাপে এ বিভাগের অনেক উদ্যোক্তাকে সংযুক্ত করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে অত্র অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৫ টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেখানে কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাঁদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মুল্যের ৭০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাঁদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পর আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৫টি গুদামে ২৫২৮ মেঃটন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে প্রায় ২.৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

**প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ**

কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আলুর বহুমূখী ব্যবহার ,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দিনব্যাপী গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬০ টি (১৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ),উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫ টি (৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী ), কুকিং ডেমোনেষ্টশন ১১২টি ও মাঠ দিবস ৫০টি আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সর্ব মোট ১৪৪ টি আলুর অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মিত করা হয়েছে। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (এনআইএস) বিষয়ক ২ টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত প্রশিক্ষণে ৮ টি জেলার(২৫+২৫)=৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,রংপুর বিভাগ,রংপুর কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ১২০ জন কৃষক,কৃষাণী,কৃষি ব্যবসায়ী,কৃষি উদ্যোক্তা,কৃষি পণ্যে প্রক্রিয়াজাতকারী,নারী উদ্যোক্তা ও রপ্তানি এজেন্টগণকে" উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের আধুনিক বিপণন কৌশল"কৃষক,কৃষি ব্যবসায়ী ও রপ্তানি এজেন্টগণের রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের সংগ্রোহোত্তর ব্যবস্থাপণা,বিপণন কৌশল ও রপ্তানি সহায়ক"কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল" এবং টমেটোর আধুনিক বিপণন কলাকৌশল,সংরক্ষণ ও ভ্যালু চেইন"বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়,রংপুরে অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টার হতে ৪০ জন কৃষি পণ্যে প্রক্রিয়াজাতকারীকে টমেটো,পেয়ারা,চাল ও কাঠাল প্রসেসিং সুবিধা প্রদান করা হয় ।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর কার্যালয় হতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (৪IR),শস্য জমা ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৪ টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষক,ব্যাবসায়ী, গুদাম রক্ষকসহ মোট (২৫+২৫+২৫+২৫)=১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চগড়,বোদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের রপ্তানি সহায়ক ০১ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । রংপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কক্ষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ**

রংপুর বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ৮২টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসসমূহ কৃষি পণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি পণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে মোট ১৫৫৭ টি নতুন ও নবায়ন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। নতুন ও নবায়ন লাইসেন্স হতে মোট ১৪.৮/- লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

**প্রচার ও বিজ্ঞাপনঃ** কৃষক ,ব্যবসায়ি ও ভোক্তাগণের মাঝে কৃষি পন্য বিপণন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা -২০২১ সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে অবহিত করণের জন্য বিভিন্ন পোস্টার,ক্যালেন্ডার,ফোল্ডার,লিফলেট এবং আইন ও বিধিমালা মুদ্রণ ও বাঁধাই করে প্রচার করা হয়।

**শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠন পূর্বক ৪ টি সভা ,সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সাথে (২) দুইটি সভা ,কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উত্তম কর্মকর্তার স্বীকৃতিস্বরূপ(২) দুই জন কর্মকর্তা ও (১) একজন কর্মচারীকে সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছে।

**সিসিটিভি স্থাপনঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয়, রংপুর জেলা কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডরমেটরি (আবাসিক কক্ষ) সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে।

**মেলায় অংশ গ্রহণঃ**

এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে উন্নয়ন মেলা ও কৃষি মেলায় অংশ গ্রহণ করা হয়। মেলায় আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর, শস্য গুদামের মডেল ঘর,কৃষি পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার ও অন্যান্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়,যা স্থানীয় জেলা প্রশাসনসহ সর্বমহলে প্রসংশিত হয়েছে। এ ছাড়াও অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক ফোল্ডার, পোস্টার,লিফলেট, স্টিকার ও পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

“কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল” বিষয়ক প্রশিক্ষণে সাবেক মহাপরিচাল কমহোদয় ও অন্যান্যকর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তাদের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃআলী আকবর মহোদয়।

রংপুরে বিখ্যাত হারিভাঙা আম বিপণনে লিংকেজ স্থাপণের উদ্দেশ্যে আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভা ।

## ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ০২টি সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় ০২টি কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় ও শস্য ঋণ কার্যক্রমের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ৪টি জেলার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছে। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমের সহায়তা এবং এই বিভাগ ও বিভাগের ৪টি জেলা সমূহের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩৭টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ২৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রহরী ০৪ জন রয়েছে।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ** সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ ও ক্যামিকেলযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ৩৬ টি মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য আইনে ২১৪ টি ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছেন । প্রতিদিনের বাজারমূল্য ক্রেতা বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারে ৪টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে কোন অসাধূ ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রেতা সাধারণের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের হিমাগার, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুতদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৪টি জেলায় জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ৩৭৯ টি নতুন লাইসেন্স এবং ১৭৮৭ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে । লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে । ৪টি জেলায় ৬১টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

**মোবাইল কোর্টঃ** ২০২২-২০২৩অর্থ বছরের এই বিভাগের অধীন ২১৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৯,৮১,৩০০/- (উনিশ লক্ষ একআশি হাজার তিনশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ** ময়মনসিংহ বিভাগের ৩টি জেলায় ১৩টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৯০৭ জন কৃষকের ৯৮৭ মেট্রিক টন শস্য গুদামে সংরক্ষণ এর বিপরীতে কৃষকের মাঝে ১৫২.৮ (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

**কৃষকের বাজারঃ** কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ময়মনসিংহ জেলায় ০১টি কৃষকের বাজারের অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

**পাইকারী বাজার অবকাঠামো (এনসিডিপি) এর কার্যক্রমঃ** শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জয়বাংলা বাজারের ২৪টি স্টলের ৩,৪৫,৪৮৮/- (তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার চারশত আটাশি) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, APAMS সফটওয়্যার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপনঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক ০৩টি জেলায় নেত্রকোনা ০৯ টি, শেরপুর ০৪টি ও ময়মনসিংহ ১০টি মোট ২৩টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

**বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ** উপপরিচালকের কার্যালয়, ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্নজীবনী,কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়া চীন ইত্যাদিসহ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত মোট ২৫টি বই রয়েছে।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে APAMS সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

**ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

**ময়মনসিংহ জেলায় কৃষকের বাজার**

## ময়মনসিংহ জেলায় কৃষকের বাজার

## চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একটি বিভাগ। বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে পাহাড়, নদী, সমুদ্র , সমতলবেষ্টিত চট্টগ্রাম বিভাগ বৃহত্তম। এ বিভাগের প্রতিটি জেলাকে প্রকৃতি আপন হাতে সাজিয়েছে তার মূল্যবান সম্পদ দ্বারা। ভাষা ও সংস্কৃতি , প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্দর, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের কারনে এ বিভাগ স্বতন্ত্র। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের রাজধানী নামে খ্যাত।কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলায় বিস্তৃত। উল্লেখ্য একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগেই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণনের কার্যক্রম বিদ্যমান আছে।প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়।ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগের প্রতিটি জেলায় ডি নথির কার্যক্রম লাইভে আছে।উপজেলা কার্যালয়সমূহকে ডি নথিতে যুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন।উক্ত বিভাগে বর্তমানে ৭২ টি পদের বিপরীতে ৫০ জন কর্মরত আছেন।

**কৃষকের বাজার ও জিরো এনার্জি কুল চেম্বারঃ**

কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ টি জেলায় কৃষকের বাজার অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে। জেলা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এ বাজার মনিটরিং করছেন। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গূরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে।কৃষি বিপণন জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম,কক্সবাজার,চাঁদপুর ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলায় জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মান করে স্বল্পমেয়াদে বিনা খরচে কৃষকের পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

০১.চট্টগ্রাম জেলায় জিরো এনার্জি কুল চেম্বার

০২.চট্টগ্রামের বায়োজিদ এ অবস্থিত কুল চেম্বার

**বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ১১ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

০১.ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলায় বাজার মনিটরিং

০২. খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় বাজার মনিটরিং

**মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপনঃ**

চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলার বড় বড় বাজারে সদর দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।জনসাধারণ ও কৃষক এ মূল্য তালিকা বোর্ড হতে মূল্য সহায়তা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এটি কৃষিপণ্য বিপণনে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক অবদান রাখছে।

০১.রাঙামাটি জেলার মূল্য তালিকা বোর্ড

০২.কক্সবাজার জেলার মূল্য তালিকা বোর্ড

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে ৪০ জন কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১৩ জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২৪০ জন। এ ছাড়া এ অর্থ বছরে কৃষক,ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং,সর্টিং,প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম,ফেনী,নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় পোস্টহার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**০১. চট্টগ্রাম বিভাগের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ।**

**০২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,চট্টগ্রামের উদ্যোগে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরন,বিপণন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিকরন প্রশিক্ষণ।**

**লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নঃ**

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪৩৫ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।নন ট্যাক্স রেভিনিউ বাবদ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা টার্গেটের বিপরীতে উক্ত বিভাগ ৫১.০০ লক্ষ টাকা আদায় করেছে যা লক্ষমাত্রার চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি। উক্ত রাজস্ব যথারীতি সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

**অনলাইনে লাইসেন্স সেবাঃ**

উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।ভবিষ্যতে সকল জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।এ কার্যক্রমের ফলে কৃষি বিপণন লাইসেন্স পেতে গ্রাহকের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যাবে।

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ**

বাজারে কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে উক্ত বিভাগে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিজস্ব ও অন্যান্য আইনে অত্র বিভাগে ৯৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**০১.০ফেনী জেলার মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম**

**০২.বান্দরবান জেলার মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম**

**বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ**

চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৫ জন কৃষক কে বাজার সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাজার সংযোগ বিষয়ে কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তাদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

**লক্ষ্মীপুর জেলার বাজার সংযোগ এর স্থিরচিত্র**

**ইনোভেশন কর্মসূচীঃ**

চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের কৃষিপন্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের শহরের বিভিন্ন সুপারশপে কৃষিপন্য বিক্রির সংযোগ সৃষ্টির ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ পর্যায় থেকে নতুন নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করার কাজ চলমান আছে।

**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ**

২০২২-২৩ অর্থবছরে উক্ত বিভাগে রাজস্বখাতের আওতায় ১৪ জন কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এএসিপি প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু নারী উদ্যোক্তা কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

**ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণঃ**

এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের চট্টগ্রাম,ফেনী,নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় কৃষি পণ্য বিপণন,পরিবহন,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ করা হয়।

**০১.মিরসরাই উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন।**

**০২.০নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিতরন।**

**ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস নির্মাণঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। চাঁদপুর জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে।কক্সবাজার জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **১.ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নির্মানাধীন ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস ভবন।** | **০২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নির্মানাধীন ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিস ভবন পরিদর্শন করেন উপপরিচালক,চট্টগ্রাম বিভাগ,চট্টগ্রাম।** |

## সিলেট বিভাগ

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪ টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীন ০৪টি জেলা অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা www.dam.gov.bd সাইটে আপলোড করে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের অধীনস্থ ০৪টি জেলা কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫ জন নিরাপত্তা প্রহরী কর্মরত রয়েছেন।

**বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষিপণ্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লষ্টি জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন এবং ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুয়ায়ী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাজার তদারকি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইনে ৪৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে।

**বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের অধীন সকল জেলা অফিসসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অত্র বিভাগের অধীন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৪টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার সদর বাজারে ০১টি কৃষকের বাজার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রয় করছে। কৃষক বিপণন দলের সদস্যদের পর্যায়ক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সার্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

**বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্ত ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ঃ** কৃষি বিপণন আইন-২০১৮-এর অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্ত ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ১০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ

আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের নতুন নতুন ব্যবসায়ীকে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের APAMS সফটওয়্যার, সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**প্রসেসিং সেন্টারঃ** উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এ অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১৩জন কৃষি উদ্যোক্তাকে কারিগরি সুবিধা প্রদান হয়েছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কৃষক/ব্যবসায়ীকে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ**

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল(NIS) বাস্তবায়নের আওতায় সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও অধীনস্ত জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ০৩(তিন) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মামনা সনদ, ক্রেষ্ট ও ০১(এক) মাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত তথ্যাদি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা রয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

**কৃষি বিপণন লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪ টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১৫৫৩টি লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন করা হয়েছে।

**এ্যাসেম্বল সেন্টার সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ**

সিলেট বিভাগের অধীনে (১) সিলেট জেলার পুরাতন পুরকায়স্থ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার (২) হবিগঞ্জ জেলার পানিউমদা বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার, (৩) মৌলভীবাজার জেলার রানীর বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার ও (৪) সুনামগঞ্জ জেলার পলাশ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। বিভাগীয় উপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এসেম্বল সেন্টারে কেউ যাতে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে জন্য প্রতিটি এসেম্বল সেন্টারে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি এ্যাসেম্বল সেন্টারে বিক্রি করতে পারছে এবং লাভবান হচ্ছে।

**জিরো এনার্জি কুলচেম্বার স্থাপনঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক জিরো এনার্জি কোল্ড চেম্বার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সিলেট জেলায় কৃষকের বাড়ির আঙ্গিনায় ১০টি জিরো এনার্জি কুলচেম্বার স্থাপিত হয়েছে। জিরো এনার্জি কুলচেম্বারে কৃষক তাদের উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষক করে ন্যায্যমূলে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

০১. সুনামগঞ্জ জেলার সদর বাজারে কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ অনুযায়ী পরিচালত মোবাইল। মোবাইলে কোর্ট পরিচালনা করেন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রসিকিউশন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুনামগঞ্জ দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জনাব অনুপা চক্রবর্ত্তী।

২. গত ২৫ শে জুন, ২০২২ তারিখে উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট মহোদয়ের সাথে সিলেট বিভাগের অধীনস্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৪টি জেলা অফিসের মধ্যে বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

৩. গত ২৫.০৬.২০২৩ তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দাপ্তরিক উত্তম কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০২ (দুই) কর্মচারী ও ০১(এক) কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৪. কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এর রিসিপশন এরিয়ায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন মহোদয়কে ফুলেল শূভেচ্ছা দেয়া হয়।

৫. কৃষি বিপণন ভবন সিলেট-এর ছাঁদে স্থাপিত বিনোদন মূলক ছাতার শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৬. উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত গত ১০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত APAMS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব ওমর মো: ইমরুল মহসিন এবং সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আব্দুল মান্নান ও সহকারী পরিচালক জনাব মাসুদ রানা।

০৭. কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট-এ অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টার সেন্টার ও প্রসেসিং সেন্টারের যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাম ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন।

০৮. কৃষি বিপণন ভবন, সিলেট।

১৩. উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট-এর প্রসেসিং সেন্টারে গত ১৪.০৫.২০২৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্মি কম্পোষ্ট সার প্যাকেজিং ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মীর এনামুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

# অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি

# অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

## ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:
## ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-১ম সংশোধিত) (বিপণন অংগ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ | | | |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ২১২ কোটি ৯০ লক্ষ | | | |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি ও IFAD | | | |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্যঃ**<br>জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। | | | |
| | | | **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২)**<br>ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;<br>গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | নির্বাচিত ১১টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নেয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)<br>মোট ৩০টি উপজেলা। | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২১২৯০.৫৭ | ৩৩৫০.০০ | ১৯৭৪.৭৪ (৫৮.৯৫%) | ৯৭০০.২৯ (৪৫.৫৬%) |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৮৯৪০ ব্যাচ;
(৩) উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ টি এন্টারপ্রাইজ;

**২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ**

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৬০টি কর্মশালার মধ্যে ৪৪টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ৮৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৫৫৪৭ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৩০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৮৯৪০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪৫৬৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৫) ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ১৭৫ জন কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৮টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণ করা হয়েছে।
এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্রঃ

ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণের চিত্রঃ

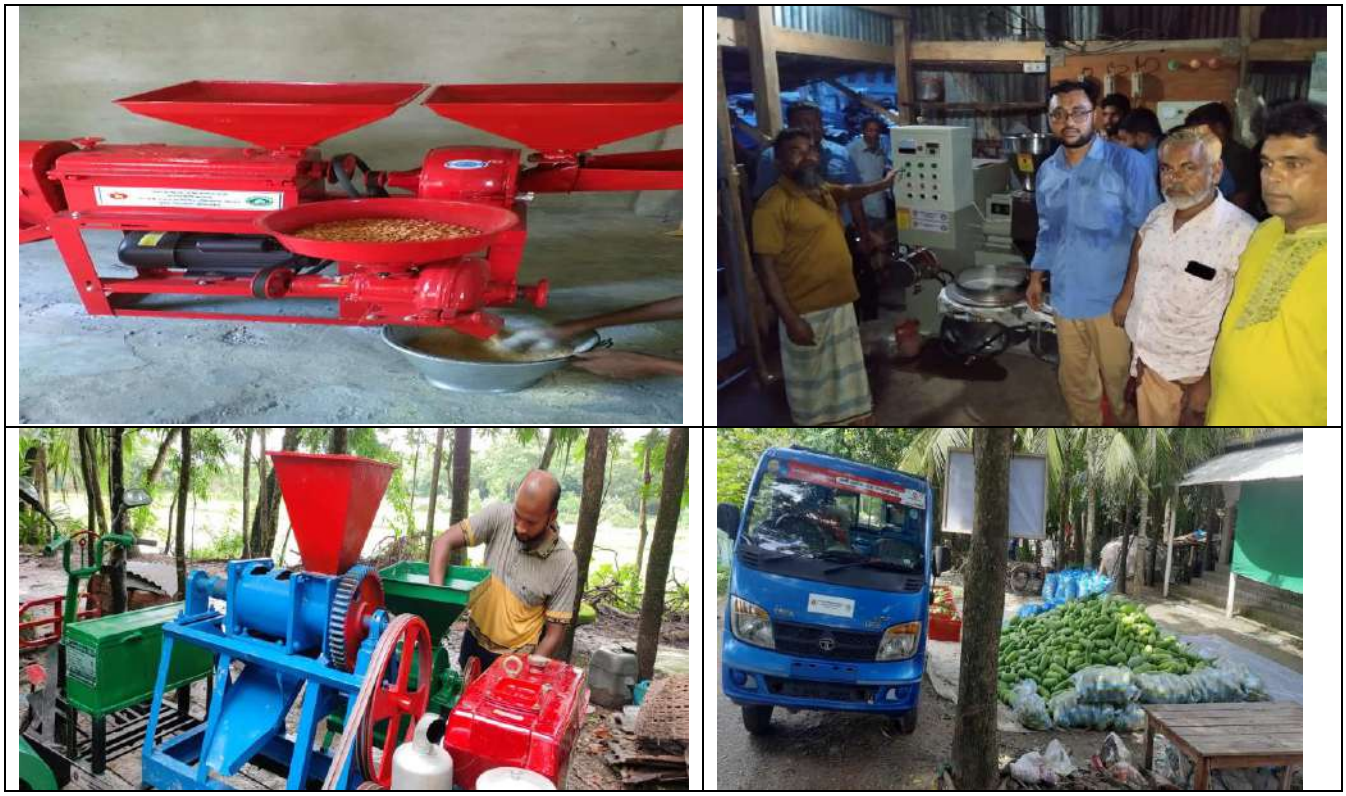

## ২। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প:

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের শিরোনাম | : | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। |
| প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ |

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ২৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ | : | ৮৮২.০০(লক্ষ টাকা) |
| জুলাই,২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ | : | ২৬.৫৪ (লক্ষ টাকা) (৩.০০%) |
| সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | আর্থিক :৮৬২.৭০ (লক্ষ টাকা) (৩৪%)<br>ভৌত : ৩৮.০০% |

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে দরিদ্রতা হ্রাস করা। অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫% থেকে ৩০% পঁচনশীলতারোধ করে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা;

**প্রকল্পের মূল কার্যক্রম**

পেঁয়াজ ও রসুন উৎপাদনশীল ০৩টি বিভাগের ০৭টি জেলার ১২টি উপজেলায় (পাবনা,ফরিদপুর, রাজবাড়ি, রাজশাহী, কুষ্টিয়া,ঝিনাইদহ ও মাগুরা)।

- ৩০০টি পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ; (প্রতিটি ঘরে ৩০০মন পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ করা যায়)।
- ৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ;
- মোট ৩৯৪০জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

**অগ্রগতি**

৩০০ টি সংরক্ষণ ঘরের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১৩৩টি সংরক্ষণ ঘর নির্মান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরো ১১২ টি সংরক্ষণ ঘর নির্মানণ করা হবে। মডেল ঘরে সংরক্ষিত পেঁয়াজের নষ্ট/পচনের হার মাত্র ৩%।

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সভার সিদ্ধান্ত**

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারণের সংস্থান রেখে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

**পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণাগার**

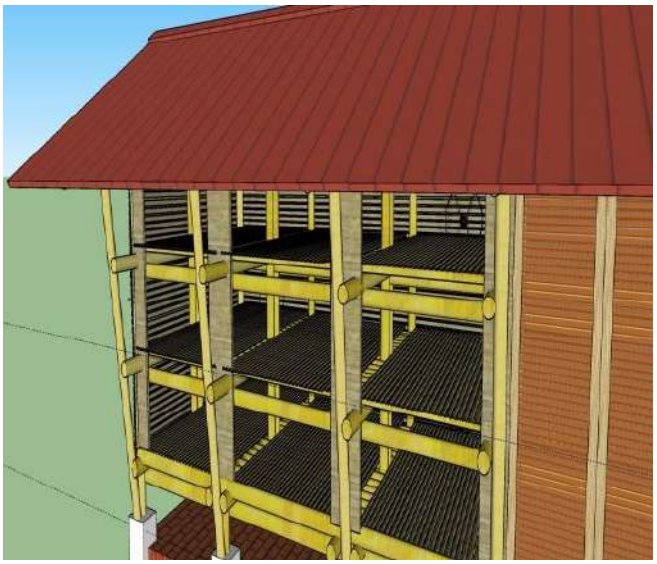

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন ড.মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

## ৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ১৮৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি: ১৮৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।<br>প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ<br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ;<br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ;<br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি ;<br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ;<br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;<br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ৩৫টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ১৮৩৯৯.০০.০০ | ২৯৫৬.০০ | ২৪৫৩.৯৬ (৯৭%) | ৪৬০৬.২৪ (২৫.০৫% |

**প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:**

১। প্রকল্পের আওতায় ২১টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণ;
২। প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ;
৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬টি উপজেলায় ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ;
৪। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ ব্যাচে ৩৯০০ জন কৃষক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ;
৫। ৬২টি ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫। ১২ টি জেলায় মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;
৬। জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন;
৭। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি:

১। প্রকল্পের আওতায় ০৯টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৩টি জেলায় ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে;
২। প্রকল্পের আওতায় পূর্বের ৫ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমানসহ আরো ৩টি জেলায় নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এ নিয়ে মোট ৮টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান;
৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬টি উপজেলায় ৩৭২টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে;

৪। প্রকল্পের আওতায় ৯৫ ব্যাচ কৃষক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;
৫। ৫৪টি ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
৫। ১২ টি জেলায় মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে;
৬। জাতীয় সেমিনার পর্যায়ে ১টি এবং ৮টি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
৭। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

## ৪। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | প্রকল্পের নাম | : | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প |
| ০২. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০৩. | বাস্তবায়নকাল | : | জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। |
| ০৪. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা। |
| ০৫. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা। |
| ০৬. | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।<br>১) বসতবাড়ীর উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনী ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৪৫০ টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;<br>৩) আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে ৪৫০টি কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। |
| ০৭. | প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ | | ১) রংপুর বিভাগের ০৮ টি জেলায় ১৪৪টি, রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় ২২টি ও ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় ০৬টি সহ মোট ১৭২টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে;<br>২) ৪৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তাকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;<br>৩) উন্নয়নকৃত উদ্যোক্তাদের মাঝে ৩৪ সেট প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে;<br>৪) মডেল ঘর কেন্দ্রিক গঠিত কৃষক বিপণন দলের ২১০০ জন আলু চাষী কৃষক/উপকারভোগীকে আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;<br>৫) নির্মিত ১৭২ টি মডেল ঘরে আলু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭২ টি ডিজিটাল ওয়েট মেশিন, ১৭২ টি অটোমেটিক স্প্রেয়ার মেশিন, ২০৬২০ টি প্লাস্টিক ক্রেট ও ৬৮০০ গজ নেট ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে;<br>৬) প্রকল্প এলাকার অফিসসমূহ সুষ্টুভাবে পরিচালনায় ১৭ টি ল্যাপটপ, ২টি ডেক্সটপ কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে;<br>৭) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য ৯ আউটসোর্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়োগ প্রদান ও মাঠপর্যায়ে পদায়ন করা হয়েছে;<br>৮) নির্মিত মডেল ঘর কেন্দ্রিক ১৭২টি প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;<br>৯) মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য কৃষকগণকে মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে ১২৫ টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে। |

## ৫। জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ২০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাক-সবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ:<br>৬) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০টি জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরী;<br>৭) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি;<br>৮) নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;<br>৯) নিরাপদ শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা;<br>১০) নিরাপদ শাক-সবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ; |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, নঁওগা, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়নমনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া এবং ঝিনাইদহ (২০টি জেলার জেলা সদর/ নির্বাচিত উপজেলা)। |

| কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| | | ২৫.৫০ | ১৮.৩৫ (৭১.৯৬%) | ৬৮.৯৭% |

## ৬। অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই, ২০২০ হতে, জুন ২০২৩ পর্যন্ত। |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারী ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ:<br>১) অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারী পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরা পর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা;<br>২) উন্মুক্ত অনলাইন প্লাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্যের বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;<br>৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;<br>৪) উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থকারবারির দৌরাত্ম্য হ্রাস করা;<br>৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্লাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | ৪০.৩০ | ২০.৫৫ (৫০.৫৯%) | ১২৮.৮৯ (৮৩.৪৭%) |

## ৭। রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা |
| ০৪. | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি: ৫০১.১৪ লক্ষ টাকা |
| ০৫. | কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টমেটোর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অপচয়রোধ এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | নিম্নরুপঃ<br>১) কৃষক পর্যায়ে ১০টি টমেটো সংরক্ষণাগার নির্মাণ;<br>২) সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টমেটো চাষীদেরকে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দরিদ্রতা হ্রাস করা;<br>৩) টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ১২০ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা;<br>৪) টমেটোর সংরক্ষণ, আধুনিক বিপণন কলাকৌশল, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও ০২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ, 01টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন;<br>৫) প্রক্রিয়াজাতকারী ও ব্যবসায়ীগণের সাথে কৃষকের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। |
| ০৬. | কর্মসূচী এলাকা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি রংপুর বিভাগের 03টি জেলার ৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। (রংপুরের সদর উপজেলা ও মিঠাপুকুর; দিনাজপুরের সদর উপজেলা, বিরল, চিরিরবন্দর; পঞ্চগড়ের সদর উপজেলা, বোদা) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৭. | কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি | : | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২৩ ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) |
| | | | ২৪৭.৬৬ | ৭.১৩<br>২.৮৮% | ১.৯৬% |

# বাজেট
# (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট:

### ১. উন্নয়ন বাজেট:

**(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রম | প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়) | অগ্রগতি (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | |
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ | ২১২.৯১ | ৩৩.৫০ | ২০.০০ ৫৯.৭০% | ৯৫% | ৯৭.২৫৬ ৪৫.৬৮% | ৫৫% |
| ০২. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ১৬০.০০ | ২৯.৫৬ | ২৫.০০ ৮৪.৫৭% | ১০০% | ৪৬.০৬ ২৯.০৮% | ৪২% |
| ০৩. | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | ২৫.২৬ | ৯.৭৫ | ৭.৯২ ৮১.২৫% | ৯৭% | ৮.৩৬ ৩৩.১০% | ৩৫% |
| ০৪. | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | ৪২.৭৭ | ১১.২৮ | ৯.০৪ ৮০.১৮% | ৯০% | ৯.০৪ ২১.১৫% | ২৪% |

### ২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি:

**(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রঃ নং | কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল | বাজেট | সংশোধিত বাজেট | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জেলা পর্যায়ে ''কৃষকের বাজার'' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১১২.৬০ (৯৭.০৭%) | ১০০% |
| ২ | অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত | ১০৬.৬০ | ১০৬.৬০ | ১০৬.১৭ (৯৯.৬০%) | ১০০% |
| ৩ | রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৪৮ (৯৯.২৮%) | ১০০% |

### ৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি):

| ক্রমিক | বিবরণ | | |
|---|---|---|---|
| | | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
| ০১ | অনুন্নয়ন | ৪৬,৬৫,০০ | ৩৮,৩২,৭১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০২ | উন্নয়ন | ১,২৩,৫৫ | ৮৭,৮৩ |
| ০৩ | কর্মসূচী | ৩,১০ | ৩,১০ |
| | সর্বমোটঃ | ৪৭,৯১,৬৫ | ৩৯,২৩,৬৪ |

## ৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট:

**অনুন্নয়ন:** **(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট | ২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|---|
| **(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়** | | | | |
| ০১ | ৩১০০ | নগদ মঞ্জুরী ও বেতন | ৩০,৭৫,০০ | ২৫,৭৫,০০ |
| ০২ | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | ১৪,৫০,০০ | ১১,৭৫,০০ |
| ০৩ | ৪১০০ | অ-আর্থিক | ১,৪০,০০ | ৮২,৭১ |
| | | | ৪৬,৬৫,০০ | ৩৮,৩২,৭১ |

# মানচিত্রে
# অধিদপ্তরের অবকাঠামো

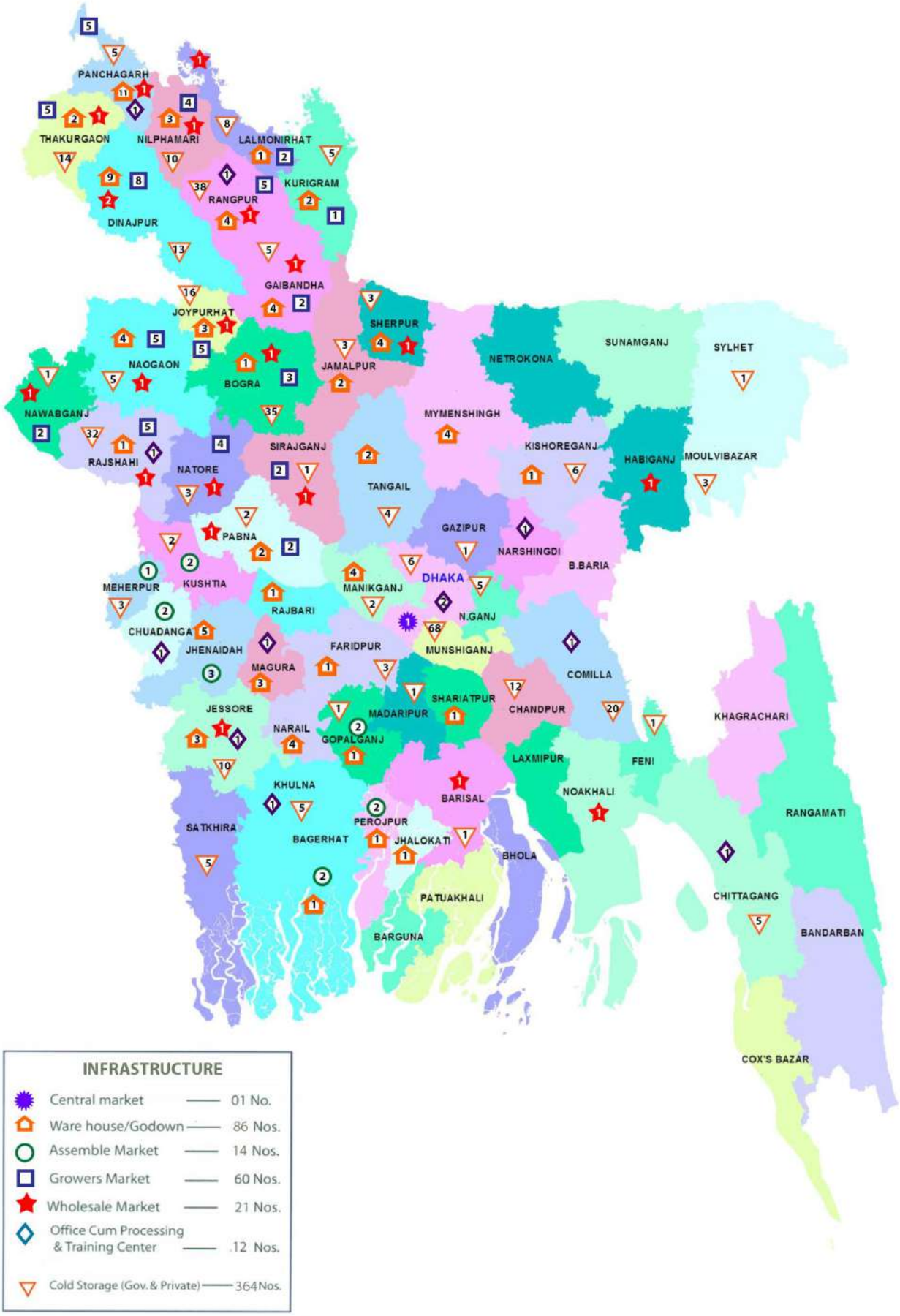
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
PABNA
NARSHINGDI
B.BARIA
DHAKA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market —— 01 No.
Ware house/Godown —— 86 Nos.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center —— 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) —— 364 Nos.

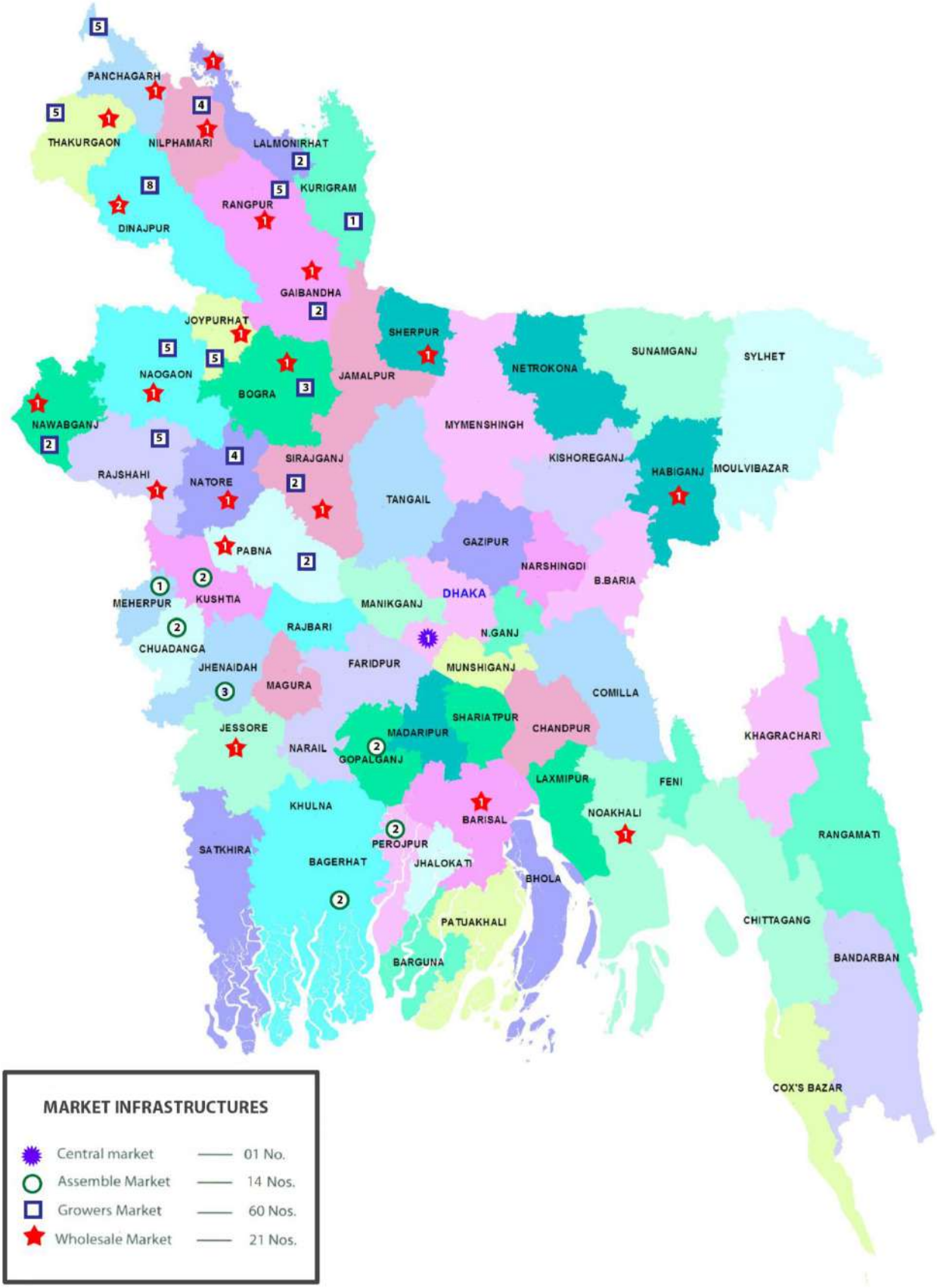
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
DHAKA
MANIKGANJ
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

Cold Storage 364

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
RANGPUR
KURIGRAM
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
SUNAMGANJ
SYLHET
NETROKONA
NAOGAON
JAMALPUR
BOGRA
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSHINGDI
PABNA
B.BARIA
DHAKA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
MAGURA
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
Office cum Processing & Training Center 12

Warehouse/Godown — 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.